POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 32-33
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10-17 আগস্ট, 2017 10-17 যহুর,1396 হিজরী শামসী 17-24 যিল কায়াদা 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন।

প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এখানে আমি ইহাও বলিতেছি যে, উহা কোন বস্তু কোন বস্তু যাহা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথমে হৃদয়ে জন্ম লাভ করে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে উহা সুস্থ হৃদয় । অর্থাৎ ঐ হৃদয় হইতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হইয়া যায় । ইহার পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুণ একটি সচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসার অর্জিত হয় । এই সকল পুরস্কার আঁ হযরত (সাঃ)-এর আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায় । যেমন আল্লাহ তা'লা নিজেই বলেন, ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেউনী ইহবিবকুমুল্লাহ্' (আলে ইমরান:৩২) অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিয়া দাও যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার আনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন বরং একতরফা ভালবাসার দাবি সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা ও গাল-গল্প । যখন মানুষ সত্যকারভাবে খোদা তা'লাকে ভালবাসে তখন খোদাও তাহাকে ভালবাসেন । তখন পৃথিবীতে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তাহার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করা হয় । তাহাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয় । তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যাহা সদা-সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে । যখন একজন মানুষ খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাকে ভালবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহার প্রাধান্য দেয় ও গায়ের উল্লাহর (আল্লাহর ব্যতীত অন্য সব কিছুর) মহিমা ও প্রতাপ তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না, বরং সেই সকলকে মৃত কীটের চাইতেও অধম মনে করে, তখন খোদা, যিনি তাহার হৃদয় দেখেন তিনি এক ভারী জ্যোতির্বিকাশের সহিত তাহার উপর অবতীর্ণ হন । যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীত দিকে রাখা হয় যে, সূর্যের প্রতিবিম্ব উহার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যাইতে পারে ঐ সূর্যই যাহা আকাশে আছে তাহা ঐ আয়নাতেও বিদ্যমান । অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাহার হৃদয়কে নিজের আরশে (অর্থাৎ গুণাবলী পবিত্র অবস্থান স্থলে) পরিণত করেন । ইহাই ঐ উদ্দেশ্য যাহার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে । পূর্বের ধর্ম গ্রন্থসমূহে যেখানে পরিপূর্ণ সত্যবাদীগণকে খোদার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহারও এই অর্থ নহে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে খোদার পুত্র । কেননা, ইহাতো কুফরী । তিনি পুত্র ও কন্যা হইতে পবিত্র । বরং ইহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পরিপূর্ণ সত্যবাদী স্বচ্ছ আয়নায় খোদা প্রতিবিম্ব রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন । এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব, যাহা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তাহা রূপক অর্থে যেন তাহার পুত্র । কেননা, যেভাবে পুত্র পিতা হইতে জন্ম লাভ করে ঠিক তদ্রুপই প্রতিবিম্ব নিজের আসল সত্তা হইতে জন্ম লাভ করে । অতএব যখন এইরূপ হৃদয়, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং যাহাতে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না, তখন ইহাতে আল্লাহ তা'লার জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে । এমতাবস্থায় ঐ প্রতিফলিত ছবি রূপক অর্থে আসল সত্তার জন্য পুত্র রূপে পরিণত হয় । এই প্রেক্ষাপটেই তওরাতের বলা হইয়াছে যে, ইয়াকুব আমার পুত্র বরং জৈষ্ঠ্য পুত্র । এই অর্থেই ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইঞ্জিলে পুত্র বলা হইয়াছে । খোদার কিতাবসমূহে রূপক অর্থেই ইবরাহীম,ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সোলাইমান প্রমূখ নবীকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে । এই সীমা পর্যন্তই খৃষ্টানদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল ।

অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) ও তাদের অন্যতম । এমতবাস্থায় তাহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উচিত না । কেননা, যে ভাবে রূপক অর্থে এই সকল নবীকে পূর্বের নবীগণের কিতাবে পুত্র রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেইভাবে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবী (সাঃ) কে খোদা রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে । সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী খোদার পুত্র নহেন এবং আঁ হযরত (সাঃ) খোদা নহেন । বরং এই সকল রূপক ভালবাসার প্রতীক । এইরূপ শব্দ খোদা তা'লার বাক্যে অনেক আছে । যখন মানুষ খোদা তা'লার প্রেমে এইরূপ বিলীন হইয়া যায় তাহার নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই বিলীনতার অবস্থায় এইরূপ শব্দাবলী বলা হইয়া থাকে । .....

আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও

এরপর আটের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শরীয়তে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার গুরুত্ব এবং মহিলাদের অধিকার

(শেষ পর্ব)

মনসুর আহমদ মসরূর (সম্পাদক, উর্দূ বদর)
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম (সহ-সম্পাদক, বাংলা বদর)

ইসলাম নারী জাতির উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছে। এখানে বিশেষ করে একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সমূহ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করব।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন কুরআন মজীদে বলেন-

(1) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

অর্থাৎ, হে যাহারা ঈমান এনেছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ এর একাংশ ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট দিও না। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে (এর শাস্তি ভিন্ন)। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মাঝে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

(আন-নিসা: ২০)

এই আয়াতে 'ওয়া আশেরুহুন্না বিল মারূ' শব্দের মধ্যে স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার অসাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পুরুষদেরকে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, যে সম্পদ স্ত্রীরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে তা আত্মসাৎ করে বসো না। এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে উপহার দিয়েছ তা ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো না। এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে অপছন্দ করে তবে সে যেন ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে, কেননা, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রীর মধ্যে একাধিক মঙ্গল রেখেছেন অথচ সে অনুচিতভাবে এবং অকারণেই তাকে অপছন্দ করছে।

২) আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ আর তাদের (নারীদের) ন্যায়সঙ্গতভাবে (পুরুষদের ওপর) তদ্রূপ অধিকার রয়েছে যদ্রূপ অধিকার (পুরুষদের) রয়েছে তাদের ওপর।

(আল-বাকারা: ২২৯)

এই আয়াতে স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এই আয়াতের ব্যাখায় বলেন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতে একটি সার্বজনীন নিয়ম বলা হয়েছে যে, মানুষ হিসেবেব নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। যেভাবে পুরুষদের অধিকারের বিষয়ে স্ত্রীদের যত্নবান হওয়া উচিত, অনুরূপভাবে স্ত্রীদের অধিকারের বিষয়েও পুরুষদের যত্নবান হতে হবে। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের কোন অধিকারকে স্বীকার করা হত না। বরং তাদেরকে সম্পদ বা পণ্য হিসেবে একটি স্থাবর উত্তারাধিকার মনে করা হত। তাদের জন্মকে কেবল পুরুষদের আনন্দের কারণ বলে মনে করা হত। .....ইসলামই সেই ধর্ম যা নারীদেরকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত রসূলে করীম (সা.)-ই সেই ব্যক্তি যিনি নারীজাতির জন্য মানুষের মত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখা মানুষের মস্তিষ্কে সঞ্চার করেছেন। তাঁর বাণীতে স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার এবং তাদের অধিকারসমূহ এবং যোগ্যতা সম্পর্কে যত রকমের নির্দেশ পাওয়া যায় তার এক-দশমাংশও অন্য কোন মনীষীদের শিক্ষায় পাওয়া যায় না।"

৩) ঐ সমস্ত স্ত্রীদের জন্য আরও একটি অসাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাদের স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বিধবা রয়েছে তাদের বিবাহ দাও (আন-নূর: ৩৩)

বিধবাদের প্রতি ইসলামের কতবড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে বিধবা-বিবাহ নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। তাঁর নিজের নমুনাই এমন ছিল যে, একটি স্ত্রী ছাড়া সমস্ত্র স্ত্রীগণই ছিলেন বিধবা। অতএব একটি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের এটি কত অসাধারণ শিক্ষা। ইসলামের উপর অভিযোগকারীদের এই শিক্ষাটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত, বিশেষ করে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যখন কিনা কিছু ধর্মে বিধবাদেরকে সমাজ ও পরিবারের জন্য বিরাট বোঝা মনে করা হত যার ফলে তাদেরকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিতে হত, কিম্বা বর্তমান কালে সকলের কাছে ধাক্কা খাওয়ায় যাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়।

৪) স্ত্রীদের প্রতি আরও একটি অনুগ্রহ হল ইসলাম স্ত্রীদেরকে যথোচিত পরিমাণ অর্থ রাশি প্রদান করা পুরুষদের জন্য অনিবার্য করেছে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় মোহর বলা হয়। এটি স্বামীদের উপর এমন একটি ঋণ যা পরিশোধ করা আবশ্যিক। যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর উক্তি অনুসারে মোহরের পরিমাণ পুরুষের ছয় মাস থেকে এক বছরের উপার্জনের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোহর সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হল ঋণের মত এটি যত শীঘ্র পরিশোধ করা সম্ভব ততই মঙ্গল। মোহর স্ত্রীর অধিকার, সে এটিকে যেভাবে ব্যয় করতে চায় ব্যয় করতে পারে। যদি স্বামীর মৃত্যু হয় আর সে যদি হক-মোহর পরিশোধ না করে থাকে, তবে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে স্ত্রীর হক-মোহরও পরিশোধ করতে হবে। হক-মোহরের মধ্যে একাধিক প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটি স্ত্রীদের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। মোহর পরিশোধ করার জন্য কুরআন মজীদ বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থাৎ, আর তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহরানা খুশীমনে দাও। (আন-নিসা: ৫)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

অনুবাদ: আর মোহরানা নির্ধারণে পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এতে (কোন পরিবর্তন) করলে তোমাদের পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। (আন-নিসা: ২৫)

স্ত্রীদের উপর একটি অনুগ্রহ হল, ইসলাম যাবতীয় প্রকারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করেছে। স্ত্রীদের উপর কোনও প্রকার ব্যয়ভার চাপায় নি। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের উপার্জন করা আবশ্যক মনে করা হয় যার ফলে অধিকাংশ পরিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। জীবনের সুখ-শান্তি হারিয়ে গেছে। সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা ও লালন-পালন বিশেষ সমস্যার রূপ নিয়েছে। কিন্তু ইসলামের অভিপ্রায় হল, স্ত্রীরা যেন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা ও লালন পালনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভুমিকা পালন করে। তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার প্রদান করে এবং স্বামীর অবর্তমানে তার বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষন করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অনুবাদ: আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের (অর্থাৎ নর ও নারীর) একাংশকে আরেক অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার দরুন পুরুষ নারীর অভিভাবক। আর তাদের ধনসম্পদ (নারীর জন্য) খরচ করার কারণেও (পুরুষরা অভিবাবক)।

(আন-নিসা: ৩৫)

৬) স্ত্রীদের প্রতি আরও একটি অনুগ্রহ হল এই যে, ইসলাম একদিকে যেমন মেয়েদের বিবাহের জন্য ওলীর সম্মতিকে অনিবার্য করেছে, তেমনি মেয়ের সম্মতিও আবশ্যক গণ্য করেছে। এই দুটি আদেশই মেয়েকে ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ রাখার জন্য। এই আদেশ অনুযায়ী কোন পিতা কেবল নিজের ইচ্ছায় কন্যার সম্মতি ছাড়া তার বিবাহ দিতে পারে না। অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে পিতা কন্যার উপর বল প্রয়োগ করতে পারে না। অপরপক্ষে মেয়েও ওলীর সম্মতি ছাড়া নিজের ইচ্ছে মত বিবাহ করতে পারবে না। বিষয়টিকে যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তবে বোঝা যাবে যে, ইসলামের শিক্ষা কতটা নিপুণ। পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে ইসলাম নারীদের অধিকার রক্ষা করেছে।

জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: শরীয়তের আদেশ হল, কোন মেয়ে নিজের পিতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারে না। এই আদেশটির মধ্যে অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইউরোপের হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে কিছু মানুষ প্রতারক ছিল। কিন্তু সুশোভন বেশভূষার যুবক হওয়ার ফলে বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করে নিয়েছে এবং পরবর্তীতে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। .....এর ফলে স্ত্রীদের প্রতি অন্যায় হোক বা তাদের অধিকার হরণ হোক- শরীয়তের অভিপ্রায় এমনটি নয়। বরং এই তারতম্যের পেছনে শরীয়তের উদ্দেশ্য হল স্ত্রীদেরকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ রাখা। এই কারণেই যে সমস্ত বিষয়ে স্ত্রীদেরকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না সেগুলির অধিকার স্বয়ং খোদা তা'লা তাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। অতএব কুরআন করীম যা কিছু বলেছে তার মধ্যে অসীম প্রজ্ঞা রয়েছে। যদি জগতবাসী এর বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে তবে তারা এর পরিণামে ক্ষতিও সহ্য করছে আর এটি একথার প্রমাণ যে, ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা কখন শুভ পরিণামের কারণ হতে পারে না। (তাফসীর কবীর,২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৫১৩

৭) স্ত্রীদের প্রতি আরও একটি অনুগ্রহ হল, ইসলাম যেখানে পুরুষদেরকে তালাকের অধিকার দিয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরকেও খোলার অধিকার দিয়েছে। খোলার পরিস্থিতিতেও ইসলাম নারীর অধিকারের প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকেছে।

৮) স্ত্রীদের প্রতি আরও একটি অনুগ্রহ হল, ইসলাম স্বামীর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীর জন্য একটি অংশ নির্ধারিত রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ

জুমআর খুতবা

নবীদের ইতিহাসে আমরা দেখি তাঁদের দাবি করার পর বিরোধিতাও হয় আর জামা'তের প্রসার ও বিস্তারের পাশাপাশি বিরোধিতা এবং হিংসার অগ্নিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিরোধীরা বিরোধিতার সকল পন্থা অবলম্বন করে কিন্তু দাবিকারক যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লা বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে উন্নতির প্রতিশ্রুতি এবং সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, তাই কোন বিরোধিতা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে যখন মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর সাথেও এই রীতি অনুসারে একই ব্যবহার হওয়ার ছিল। ঐশী রীতি অনুসারে খোদার সাহায্য এবং ঐশী সমর্থন লাভ নির্ধারিত ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। তাঁর জামা'তের সাথে আল্লাহ্র একই আচরণ অব্যাহত আছে।

কোথাও আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সমর্থনের নিদর্শন দেখান, কোথাও স্বয়ং মানুষকে পথ দেখিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের সামনে স্পষ্ট করেন। কখনো বাইরের লোকদের হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের সাহায্য ও সমর্থনের প্রেরণা সঞ্চার করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেওয়া আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির বাহ্যিক প্রতিফলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময় ঘটে।

বিরোদ্ধবাদীদের অশুভ পরিণাম, পুণ্যাত্মাদেরকে সত্যের দিকে সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে পথ-প্রদর্শন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের জামাত বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীতা এবং শয়তানী হামলা সত্ত্বেও পুণ্যবান লোকদের পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের বক্ষ উন্মোচিত করে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। বহু এমন ঘটনা সামনে আসে। আল্লাহ্ তা'লা নিজে হাত ধরে মানুষকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য এবং তৌফিক দান করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাহায্য এবং সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ৭ই জুলাই, ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (৭ ওফা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন–নবীদের ইতিহাসে আমরা দেখি তাঁদের দাবি করার পর বিরোধিতাও হয় আর জামা'তের প্রসার ও বিস্তারের পাশাপাশি বিরোধিতা এবং হিংসার অগ্নিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিরোধীরা বিরোধিতার সকল পন্থা অবলম্বন করে কিন্তু দাবিকারক যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লা বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে উন্নতির প্রতিশ্রুতি এবং সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, তাই কোন বিরোধিতা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে যখন মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর সাথেও এই রীতি অনুসারে একই ব্যবহার হওয়ার ছিল। ঐশী রীতি অনুসারে খোদার সাহায্য এবং ঐশী সমর্থন লাভ নির্ধারিত ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। তাঁর জামা'তের সাথে আল্লাহ্র একই আচরণ অব্যাহত আছে। বিরোধিতা সম্পর্কে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই সংবাদ দিয়ে রেখেছেন, সেখানে বিরোধীদের অশুভ পরিণাম এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বলেছেন- অনেক ইলহাম রয়েছে তার সেগুলোর একটি ইলহাম হল- আমি তোমার খাঁটি ও নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করব। আরেকটি ইলহাম হল, আমি তোমার সাথে এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ অর্থাৎ, তোমার সাহায্য করবে তারা, যাদের হৃদয়ে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ইলহাম করব। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা: ৭৭) পুনরায় তিনি বলেন, আমি তোমাকে সম্মান দেব এবং উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি দান করব। (আসমানী ফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা; ৩৪২) আরেকটি ইলহাম হল, يَنْصُرُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ অর্থাৎ, নিজের পক্ষ থেকে খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা: ৭৭) তবলীগ বা বাণী পৌঁছানো সম্পর্কে আল্লাহ্র আরো একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যে, আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। (আল-হাকাম, ২য় খণ্ড, ২৭শে মার্চ, ১৮৯৮) পুনরায় তিনি বলেছেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ অর্থাৎ, খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব। (আরববাঈন, নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৫৫) অনুরূপভাবে, যেভাবে আমি বলেছি যে, সাহায্য ও সমর্থন সূচক অনেক ইলহাম রয়েছে।

এগুলো শুধু কথার কথা নয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহর নামে বলেছেন। নাউযূবিল্লাহ্। বরং প্রত্যেক যুগে খোদার পক্ষ থেকে এর ব্যবহারিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়। কোথাও আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সমর্থনের নিদর্শন দেখান, কোথাও স্বয়ং মানুষকে পথ দেখিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের সামনে স্পষ্ট করেন। কখনো বাইরের লোকদের হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের সাহায্য ও সমর্থনের প্রেরণা সঞ্চার করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেওয়া আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির বাহ্যিক প্রতিফলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময় ঘটে।

এখন আমি বিরোধীদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে এমন কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যা আহমদীদের ঈমান দৃঢ় করার পাশাপাশি অমুসলিমদের জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে।

কাদিয়ানের নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্ লিখেন: ইসহাক সাহেব নামে আমাদের একজন মুয়াল্লেম রয়েছে। রমযানের নিকটবর্তী সময়ে তিনি এক গ্রামে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে রমযানের সময় সম্পর্কে তাদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে যান। সময় সূচী দেওয়ার পর বাড়ির লোকদেরকে রমযানের মাহত্ম্য এবং কল্যাণ সম্পর্কে বলছিলেন, সেই সময় ইকবাল নামে এক অ-আহমদী যুবক এসে সেখানে বসে পড়ে। সে কিছুক্ষণ মুয়াল্লেম সাহেবের কথা শুনতে থাকে এরপর বাড়ির লোকদের সে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি কে? তার আত্মীয়-স্বজন এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি যে, ইনি আহমদীয়া জামা'তের মুয়াল্লেম। শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, তিনি অমুক গ্রাম থেকে তিনি এসেছেন। কিন্তু মুয়াল্লেম সাহেব স্পষ্টভাবে তার পরিচয় দিয়ে বলেন যে, আমি আহমদীয়া জামা'তের মুয়াল্লেম। তখন সে ব্যক্তি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুয়াল্লেম সাহেব তার পুরো পরিচিতি তুলে ধরে কিছু ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি তা শুনতে অস্বীকার করে। কথপোকথনের সময় কুরআন, ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম আসলেই এ ব্যক্তি বলত, ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করার আপনাদের কোন অধিকার নেই। (পাকিস্তানে মৌলভীদের রীতি এটি, যা সে অনুসরণ করছিল।) একই ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম এলেই সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তকে নোংরা ভাষায় গালি দিত আর বলত যে, আমি সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার প্রভৃতি দেশে থেকে এসেছি, আপনাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি, সমস্ত ইসলামী দেশে আপনাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া রয়েছে। একই সাথে সে এটিও বলে যে, সাপ ও কাদিয়ানীকে যদি এক সাথে দেখা যায়, তাহলে সাপকে ছেড়ে দিয়ে কাদিয়নীকে হত্যা কর। এ কথা বলে, বার বার সে আমাকে মারার জন্য উদ্যত হয়। সে বলে যে, আজকে সুযোগ পেয়েছি, কাদিয়নীকে হত্যা করব এবং পুণ্য অর্জন করব। যাহোক, সে সফল হয় নি। তিনি বলেন, আমি পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তার কথা ও গালমন্দ শুনি। সে যখন নোংরা ভাষা ও অপালাপে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তখন আমি তাকে বলি, আমি যদি আহমদীয়া জামা'তের মুয়াল্লেম না হতাম তাহলে আপনার হত্যার বাসনাও আমি পূর্ণ করতাম। কিন্তু গালি শুনে আমাদের দোয়া করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাই আমি কিছু বলব না। যাহোক, সে ব্যক্তি এ কথা শুনে নীরব হয়ে যায় বা পরিস্থিতি আঁচ করে শান্ত হয়ে যায়। আর মুয়াল্লেম সাহেবকে সে সতর্ক করে বলে, আজকের পর যদি এ গ্রামে তোমাকে দেখি তবে অবস্থা ভয়াবহ হবে। তিনি বলেন, আমি তাকে এ উত্তরই দিয়েছি যে, এটি তো সময়ই বলবে যে, কার পরিণতি অশুভ হবে। এ কথা বলে সেখান থেকে উঠে চলে আসি। এ ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী গ্রামের আহমদী সদস্যদের বলত যে, কাদিয়ানীয়াত ছেড়ে দাও। কিন্তু মানুষ তার কথায় কখনও কর্ণপাত করে নি। যাহোক, তিনি বলেন, আমি পনের দিনের ছুটি নিয়ে চলে যাই, ফিরে আসার পর এক বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা আমাকে বলেন, মৌলভী ইকবাল, যে জামা'তকে গালি দিত সে হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ ঘটনার ফলে সেই ছোট গ্রামে জামা'তের সদস্যদেরই কেবল ঈমান দৃঢ় হয় নি বরং অ-আহমদীরাও প্রভাবিত হয়েছে। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-সপক্ষে ঐশী সমর্থন স্বচক্ষে দেখেছে আর যারা অসম্মান ও অপমান করেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হতে দেখেছে।

অনুরূপভাবে, ইয়ামেনের গানেম সাহেব বিরোধীদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে লেখেন যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকেই আমি তবলীগ করছি। বিশেষ করে যুবকদের একটি দলের পক্ষ থেকে ভয়াবহ বিরোধিতা এবং হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলাম। ২০১০ সনের রমযানে একবার আমার প্রতিবেশী এবং তার কয়েকজন বন্ধু আমাকে 'জামেয়াতুল ঈমানের' এক আলেমের সাথে কথা বলার জন্য নিয়ে যায়। সেখানে এক মৌলভীও আসে। আমি প্রথমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করি এবং এরপর মুরতাদকে হত্যা করা, জিহাদ এবং ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কেআলোচনা হয়। তারা সকলেই কোন যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের বিশ্বাসের উপর গোঁ ধরে বসে ছিল। আমি কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি-প্রমাণ দিচ্ছিলাম। যাহোক, তাদের বড় যে আলেম ছিল সে কিছুটা সম্মানজনক আচরণ করছিল কিন্তু দ্বিতীয়জন খুবই অমার্জিত আচরণ করছিল এবং মুবাহেলার চ্যালেঞ্জও দেয়। আমি বললাম, মুবাহেলা তো ইমামের সাথে হয় কিন্তু তার জেদের কারণে আর পাছে তারা মনে করে বসে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতায় আমার বিশ্বাস নেই তাই মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ফেলি এবং সেখানেই আলোচনা শেষ হয়। এরপর সেই যুবক আমাকে ভয় দেখাতে থাকে, গালি দিতে থাকে এবং তবলীগ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। রমযানের শেষের দিকে এক দিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর এক কিশোর আমাকে বলে, চাচা! অমুক যুবক আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের কয়েকজন এসে আমাকে হত্যা করার হুমকি দেয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালি দেয়। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে আমি ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত নফল নামায পড়ি এবং দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! এদের জন্য তুমি তোমার পবিত্র কুদরত এবং শক্তি প্রদর্শন কর। এর দুদিন পরই যুবকদের পরস্পর নিজেদের মধ্যে ঝড়গা হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে খঞ্জর বের করে আর লড়াইয়ের সময় একটি বাচ্চার মুখে খঞ্জরের আঘাত লাগে। এ ঘটনার পর এক মাসের ভিতর এরা কোথাও চলে যায়। এরপর এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। আমার প্রতিবেশীও বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেছে। আর জামেয়া বিদ্রোহী গোত্র 'হুশি'-র দখলে চলে গেছে। আর এরা সবাই সৌদি আরব পালিয়ে গেছে। আর এই জামেয়া বোমা বর্ষণের ফলে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

আজকাল আমরা বস্তুবাদি জগতে দেখি যে, জাগতিক উন্নতির কারণে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে এমনও একটি শ্রেণি আছে যারা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে এবং সঠিক পথের সন্ধানে রয়েছে। খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ের খবর রাখেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা যুগ ইমামকে গ্রহণ করার জন্য তাদের বক্ষকে উন্মোচন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন যেন পৃথিবীর মানুষ তাকে গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মানুষ গ্রহণ করছে।

আইভেরিকোষ্টের মোবাল্লেগ সাহেব লিখছেন, এক গ্রামে এক স্থানীয় মুয়াল্লেমের সাথে তবলীগের জন্য যাই। মানুষকে মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণ সম্পর্কে অবহিত করি। কিছু দিন পর পুনরায় সেখানে যাওয়া হয়, এই গ্রামের ইমামসহ পনের জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তাদেরকে বলা হয় যে , এ মাসে 'আবিযানে' খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা হচ্ছে, তখন গ্রামবাসীরা বলে, এক ব্যক্তিকে 'আবিযান' পাঠানো উচিত যেন জামা'তকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায় এবং জানতে পারে যে এরা কেমন মানুষ। এই গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করেন এবং আবিযানে যা কিছু দেখে ফিরে এসে সে তা মানুষকে অবহিত করে এবং এদের চাল-চলন সম্পর্কে বর্ণনা করে আর সেখানে পারস্পারিক প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে। খুব ভালো প্রভাব পড়ে। কিছুদিন পর এরা পুনরায় তবলীগের জন্য গেলে রাতে এশার নামাযের পর এবং সকালে ফযরের নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে, এর ফলে আরো ছাব্বিশ জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেখানে এক চল্লিশ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি জামা'ত গঠিত হয়।

বিরোধীরা কিভাবে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর খোদা তা'লা কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর অনুরাগীদের জামা'তকে বড় করছেন- এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

বেনিনের মুবাল্লেগ আনসার সাহেব লিখেন– ২০১৬ সনে জানুয়ারি মাসে এক গ্রামে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতাশি জন ব্যক্তি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সেখানকার ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সেখানে নিয়মিত জুমুআর নামায আরম্ভ করা হয়। মৌলভীরা এটি জানতে পেরে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যেন তারা আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই জামা'তের নতুন বয়আতকারী সকলেই দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখানেও যখন তারা ব্যর্থ হয়, তখন সেই মৌলভীরা স্থানীয় বাদশার কাছে যায় এবং বলে যে, এদেরকে আহমদীয়াত থেকে বিরত রাখুন। বাদশাহ আমাদের প্রেসিডেন্টকে ডেকে বলেন, আপনাদের যদি মসজিদের প্রয়োজন থাকে তবে অ-আহমদী মৌলভী আপনাদের মসজিদ বানিয়ে দেবে, আপনারা আহমদীয়াত ছেড়ে দিন। এ কথা শুনে প্রেসিডেন্ট সাহেব বাদশাহ্কে বলেন, আহমদীয়াত সম্পর্কে আপনি কী জানেন? বাদশা বলে, আমি কিছুই জানি না কিন্তু মৌলভীরা বলে যে, আহমদীরা মুসলমান নয়, এরা বোকো হারামের সদস্য, এরা সন্ত্রাসী, এরা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বাদশাকে বলেন, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম, মৌলভী আমাদেরকে আসলে প্রতারিত করে। বাদশা প্রথমে একথা বিশ্বাস করেনি এবং

বলছিল যে, আহমদীয়াত ছেড়ে দাও। তোমরা যদি আহমদীয়াত না ছাড় তাহলে আমি তোমাদেরকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করব। এ কথা শুনে প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাব কিন্তু আহমদীয়াত ছাড়ব না। (সেই দরিদ্র এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদের ঈমানের পরাকাষ্ঠা দেখুন) প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা শুনে বাদশার মনের পরিবর্তন হয় এবং বলে যে, তোমাদের গ্রাম ছাড়ার প্রয়োজন নেই, এখানেই তোমরা যেভাবে খুশি জীবন যাপন কর। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেখানে তাদের দৃঢ়তা দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা মান্যকারীদের ঈমানকেই যে শুধু দৃঢ় করেছেন বা তাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি করেছেন-এমনটি নয় বরং বিরোধীর হৃদয়কেও কোমল করে, সেই বাদশার হৃদয়কে নমনীয় করে ঐশী সাহায্য এবং সমর্থনের ব্যবস্থা করেছেন।

বিরোধীদের পরিণাম এবং ঐশী সমর্থন সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বেনিনের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আমার অঞ্চলে দুটি বড় রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে সাপ্তাহিক জামা'তী তবলীগের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ অঞ্চলে একটি বিরাট শ্রেণীর মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামা'তের বাণী প্রচারিত হচ্ছে। এক রেডিও স্টেশনে প্রত্যেক বুধবারে জামা'তের ত্রিশ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচারিত হত, কিন্তু রেডিও স্টেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের বিরোধিতা করত এবং আমাদের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করত। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করলেন যে, সেই ব্যক্তিকে দুর্নীতির অপরাধে সেই রেডিও স্টেশন থেকে অপসরন করা হয়। আদালত তাকে কারাদণ্ড দেয়। এরপর যে নতুন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন, তাকে আমরা আমাদের মিশন হাউজে আসার আমন্ত্রণ জানাই। জামা'তী ও ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে তাকে পরিচয় করানো হয় এবং কিছু বই -পুস্তকও তাকে পড়ার জন্য দেওয়া হয় আর আমাদের তবলীগের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাকে অবহিত করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিনি আমাদের তবলীগ শুনতে থাকেন। কিছুকাল পর তার সাথে যখন পুনরায় যোগাযোগ হয়, তখন নবাগত ডাইরেক্টর বলেন, আপনাদের তবলীগে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আপনাদের তবলীগের রীতি ও ধরণ খুবই আকর্ষণীয়। একটি অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা যে পরিমাণ অর্থ দিচ্ছেন, সেই একই পরিমান অর্থে আরও একটি সপ্তাহের অনুষ্ঠান বিনামূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে করে দিচ্ছি যেন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবগত হয় আর ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে তা দূরীভূত হয়।

যেখানে একটি অনুষ্ঠান চালু রাখার ক্ষেত্রে দুঃচিন্তা দেখা দিয়েছিল সেখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দেখুন! খোদা তা'লা একই খরচে অতিরিক্ত সময়ের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচাররে ব্যবস্থা করে দিলেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাথে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত সর্বত্র চোখে পড়ে।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করেন সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা আহমদ নামে মিশরের এক বন্ধু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসলামের সঠিক ও সরল ব্যাখ্যার জন্য আপনাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই। আপনারা যা কিছু উপস্থাপন করেন, তা রহমাতুললিল আলামীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত ইসলাম। আমরা দায়েশ এবং এদের ক্রিয়া-কলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। হায়! আমাদের সবার চিন্তাধারা যদি আপনাদের মত হতো। প্রোগ্রামে উল্লেখিত রীতি অনুসারে ইস্তেখারার দুই রাকাত নামায পড়ি আর সে রাতেই স্বপ্ন দেখি আমার বাড়ির সম্মুখ থেকে সব বাড়ি সরে যাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে আমার বাড়ির সামনের জায়গা খালি হয়ে যায়। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহ দেখেছি, আপনারা আপনাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় সময়ই যে গৃহ দেখিয়ে থাকেন, তা আমি স্বপ্নে দেখি। (তিনি কাদিয়ানের দারুল মসীহ্র কথা বলছেন।) এই বাড়িটিকে আমি মাটি ফুঁড়ে চারার মত উদ্গত হতে দেখি আর আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এটি কিভাবে বের হচ্ছে! এটি থেকে আমি জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হতে দেখি আর এরপর মানুষকে বলতে শুনি যে, চন্দ্র দিনের বেলা উদিত হয়েছে। এ কথা শুনে আমি পিছন দিকে তাকাই এবং দেখি সূর্যও আকাশেই আছে। তখন আমি বললাম, সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ই উদিত হয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত হই। কেননা, প্রথমবার আমি ইস্তেখারা করেছি আর খোদার কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি। যদিও আমি পূর্বেও আমি মুসলমান ছিলাম কিন্তু প্রথমবার আল্লাহ্ তা'লা নৈকট্য অর্জন করছি আর এটি জামা'তে আহমদীয়াতের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য যে খোদা তা'লা বক্ষ উন্মোচিত করেন এমন আরও একটি ঘটনা রয়েছে যা সিরিয়ার এক বন্ধু আহমদ দরবেশ সাহেবের। তিনি বলেন, আমি মুসলমান ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ধর্ম থেকে বহু দূরে ছিলাম। ২০০৮ সনে আমার ভাই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ধর্মের সাথে দুরত্ব সত্ত্বেও ভাইয়ের পদক্ষেপে আমি খুবই রুষ্ঠ হই আর তার সাথে অনেক বিতর্ক করতাম এবং প্রায় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতাম। অবশেষে আমার ভাই আমার থেকে পৃথক হয়ে যায়। ২০১১ সনে সিরিয়ার অবস্থার অবনতি ঘটে। আমি সিরিয়া সরকারের বিরোধী দলে যোগ দিই। সেই সময় সিরিয়ান সমাজে বিদ্যমান সকল ধর্মীয় দলগুলোকে দেখার আমার সুযোগ হয় আর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এদের প্রত্যেকটি ফের্কা অপরটিকে কাফের আখ্যায়িত করছে আর প্রত্যেকের ধর্ম-বিশ্বাসে অযৌক্তিক কথাবার্তা অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরিস্থিতির অবনতির কারণে আমাদের পরিবারের সদস্যরা 'হালব' শহরের উপকণ্ঠে স্থানান্তরিত হলে ভাইয়ের সাথে পুনরায় ধর্মের বিষয়ে বির্তক করার সুযোগ হয়। যখনই আমি তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম, তার উত্তর আমাকে হতভম্ব করে দিত আর আমি আন্তরিকভাবে এটি বলতে বাধ্য হতাম যে, সত্যিকার অর্থে এ বিষয়ে এর উপযুক্ত উত্তর এটিই যা আহমদী ভাই দিয়ে থাকে। কিন্তু কঠোর বিরোধিতার কারণে সত্য বলতে পারতাম না। আমাদের আলোচনা এক পর্যায়ে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে গিয়ে পৌঁছায়। এই পর্যায়ে আলোচনার পর প্রথমবার ভাইয়ের কাছে জামা'তী কিছু বই চাই। ভাই আমাকে বলেন, সব বই সেই বাড়িতেই আছে বোমা বর্ষণের ভয়ে যে বাড়ি আমরা ছেড়ে এখানে এসেছি। যুদ্ধের কারণে সে ঘরেই রেখে এসেছি। তিনি বলেন, আমি তখনই বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত, সন্ত্রাস ও খুনাখুনি এবং রক্তস্নাত সেই অঞ্চলে যাই। আমি ভাবলাম, ঠিক আছে– সব কিছু তো হচ্ছে, বই-পুস্তক যদি সেখানে থাকে তবে ঝুঁকি নিব। সেখানে যাই এবং বই-পুস্তক নিয়ে আসি আর ফিরে এসে এ সব বই পাঠ করা আরম্ভ করি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এভাবে আমি আন্তরিকভাবে আহমদী হয়ে যাই আর ভাইকেও এ বিষয়ে অবহিত করি। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কারণে আমার বয়আত লিখিত পাঠানো সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, প্রথমে আমি সিরিয়ান সরকারের বিরোধী দলগুলোর সাথে যোগ দিই। সরকার বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত ছিলাম। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর আমি এ বিষয়ে খলীফাতুল মসীহ্র খুতবা শোনার পর অনতিবিলম্বে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে আসি। আমার পিতা আমার বয়আতের ফলে ভীষণ রুষ্ট হন। এক দিন ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন যাও, বেরিয়ে যাও। আল্লাহ্ যেন আমাকে তোমার চেহারা না দেখান আর তোমাকে যেন আমার কাছে ফিরিয়ে না আনেন। আমার পিতার শব্দগুলো আমার ঈমানের মোকাবেলায় অর্থহীন ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পিতার এই কথাগুলো আমাকে আবেগ তাড়িত করে তোলে নি। এরপর হিজরত করে তুরস্ক চলে আসি। সেখানে এসে প্রথমেই আমি বয়আত ফরম পুরণ করে পাঠিয়ে দিই।

খোদা তা'লা যে কত বিস্ময়করভাবে বিরোধিদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করে মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করার ব্যবস্থা করেন এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা মরোক্কোর এক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আব্দুল করীম সাহেব বলেন, অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি ঐশী জামা'ত, কিন্তু একটি অপবাদের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে জামা'তের আরবী ওয়েব সাইটের 'মিনহাজুত তালেবীন' নামে একটি বই আমার সামনে আসে। এই বইয়ের সূচীপত্র পাঠ করেই আমার হৃদয়ে এটি পাঠ করার আগ্রহ জন্মে। এই পুস্তকের প্রথম দিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কিছু মানুষের আপত্তি খণ্ডন করেছেন। যারা তাঁর সম্পর্কে আপত্তি করত যে, তিনি অলস বসে থাকেন, কোন কাজ করেন না। এর উত্তরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী বর্ণনা করেন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি কী করি। মরোক্কোবাসী এই পত্রের লেখক বলছেন যে, এক দিকে সেই বই আমি পড়ছিলাম আর অপর দিকে আমার মাথায় তফসীরে কবীর ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, যার নিত্য দিনের প্রোগ্রাম এমন অসাধারণ কাজে ব্যস্ত থাকে, তিনি তফসীরে কবীরের মত গভীর জ্ঞানগর্ভ এবং গবেষণামূলক কাজ কিভাবে করতে সক্ষম হন? তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে, ধরুন যদি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) (খোদা না করুক) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ছেলেকে কেন তিনি এত কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিলেন। যদি মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তাহলে কেন তাঁর ছেলে দিন-রাত ইসলামের উন্নতিকল্পে কুরআনের ভাণ্ডার বের করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপনে এতটা ব্যস্ত থাকলেন, যে জেহাদে নিজের জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করলেন না, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিও নয় এবং নিজের স্বাস্থের বিষয়েও উদাসীন থাকলেন? আমি এটিই ভাবছিলাম মাত্র তখন আমার মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে এল, যাতে তিনি বলেছিলেন, মসীহ্ মওউদ যখন আসবেন তখন তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর অসাধারণ সন্তান হবে। এই

ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যখন চিন্তা করলাম তখন আমার হৃদয় এমন বিস্ময়কর আবেগে ভরে যায় যা বর্ণনা করার মত আমার কোন ভাষা নেই। আমার বিশ্বাস জন্মে যে ইনিই সেই মহান বীর পুরুষ যার মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থের জ্ঞানের বিস্তার হয়েছে আর তফসীরে কবীরের মত মহান ও অতুলনীয় এক তফসীর পৃথিবীর সামনে এসেছে। মিনহাজুত তালেবীনের এই অংশ পাঠ করার পর বয়আতের পথে যে বাধা ছিল সেগুলো দূরীভূত হয় আর আমি উন্মুক্ত হৃদয়ে বয়আতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়করভাবে বয়আতের পথ উন্মোচিত করেন।

স্বপ্নের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার স্বয়ং পথ দেখান- এ সম্পর্কে ইয়ামেনের এক ভদ্র মহিলা ঈমান সাহেবা বলেন, যৌবনকাল থেকেই ইমাম মাহদীর আগমণকাল পর্যন্ত জীবিত থাকার বাসনা ছিল। এর জন্য দোয়া করতাম। একদিন একটি আরবী চ্যানেল দেখছিলাম যাতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক পরিচিত মৌলবীকে জামা'তে আহমদীয়ার নাম না নিয়েই কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তির দাবি হল ইমাম মাহদী এসে গেছেন তারপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৌলবী সাহেব উত্তর দেন যে, এরা ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার, এরা মিথ্যাবাদী, তাই এসব চক্রে পা রাখার পরিবর্তে সাধারণ জীবন যাপন করেন। কেননা ইমাম মাহদী যখন আসবে সবাই তা জানতে পারবে। তাঁকে সন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই। এই কথা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এরপর ২০০৯ সালের একদিন আমার ছোটভাই আমাকে অবহিত করে যে, সে একটি চ্যানেল দেখেছে, যাতে কিছু মানুষ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ঘোষণা দিচ্ছে। এটি শুনতেই উক্ত মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর আমার স্মরণে আসে, আমি বুঝতে পারি যে, এই প্রশ্নটি ছিল ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণাকারী এই জামা'ত সম্পর্কে। আমি ভাইয়ের কাছ থেকে এই চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি নিই। এরপর চ্যানেল যখন লাগালাম সেখানে 'হেবারুল মুবাশ্বের' অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিল। আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে গভীর দৃষ্টিতে দেখেছি। তাদের চেহারায় অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি ছিল। কিন্তু তাদের জন্য আমার আক্ষেপ হয় যে, এত বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও এরা পথভ্রষ্ট হল। আমি বললাম, আজকে আমাদের ঐক্যের প্রয়োজন কিন্তু ইনি এসে আরো একটি ফের্কা বা দল গঠন করলেন। ইসলামে কি এর পূর্বে ফের্কার কোন অভাব ছিল? এই মিশ্র অনুভূতি সত্ত্বেও আমি যখন তাদের কথা শুনলাম তখন তার হৃদয় স্পর্শ করে গেল। একদিকে এই অনুভূতি যে, নতুন দল গঠন করেছে অপর দিকে কথাও ভাল লাগছিল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে একটি আরবি কবিতা উপস্থাপন করা হয়েছে, যার সম্পর্কে লেখা ছিল যে, এটি ইমাম মাহদী (আ.) রচিত। এই নযমের শব্দ এবং প্রভাব ছিল অসাধারণ। আমি প্রতিদিন আমার স্বামীর সাথে এই চ্যানেল দেখতে থাকি। এই চ্যানেলের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ঘরে অন্য সব চ্যানেল দেখা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু এমটিএ চলতে থাকে। ঘরের সব সদস্য এই চ্যানেলে উপস্থাপিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ পছন্দ করা আরম্ভ করে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথার প্রভাবই বিচিত্র ছিল। তাঁর কবিতা চলাকালে আমার চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে পড়ত, কেননা এই শব্দগুলো খোদার প্রত্যদিষ্ট পুরুষের মুখ থেকেই নি:সৃত হওয়া সম্ভব। কোন সাধারণ মানুষ এতটা প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং বাগ্মিতাপূর্ণ বাণী রচনা করতে পারে না। সব বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পর ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি বয়আত পত্র পাঠিয়ে দিই। তিনি আরো বলেন, আমার স্বামী ইন্টারনেটের মাধ্যমে বার বার বয়আতের পত্র প্রেরণের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন নি। তার পত্র প্রেরণের এই ব্যর্থতা দেখে শৈশবের এক স্বপ্ন আমার মনে পড়ে। তাহল একটি রুক্ষ ও অনুর্বর ভূমিতে আমার সামনে এক দীর্ঘ ছায়া চোখে পড়ে। যার সম্পর্কে স্বপ্নেই এই অনুভূতি জাগে যে, এটি মহানবী (সা.)-এর ছায়া, সেই ছায়া আমার হাত বাড়িয়ে দেয়, যা ধরার জন্য আমি ছুটে যাই। এই চেষ্টায় আমি কখনও পড়ে যাই এবং উঠে আবার ছুটতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় আমার চোখ খুলে যায়। আমার মনে পড়ে যে, এই স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর ছায়ায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় পরাকাষ্ঠার প্রতিচ্ছবি ছিলেন, যিনি ছায়া নবী। এটি খোদার কৃপা যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে আমার চেষ্টায় তাঁর হাত ধরার তৌফিক দিয়েছেন। কেননা, বেশ কয়েকবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ২০১০ সনের মার্চে আমরা বয়আতের পত্র প্রেরণে সফল হয়েছি। বয়আতের পর থেকেই ঐশী কৃপারাজী বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে। আর খোদার পবিত্র কুদরতের বিস্ময়কর দিক এমন অজস্র ধারায় প্রকাশ পাচ্ছে যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খোদা সত্যিই মহাবিস্ময়ের অধিকারী। যখনই আমি দোয়া করেছি, দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন দেখেছি। আমাদের খোদা পরম দয়ালু। তিনি আমাকে লিখছেন যে, আমার হৃদয়ে আপনার এবং সব মু'মিনদের জন্য ভালোবাসা আমার নিজ প্রাণ, পরিবার-পরিজন এবং শীতল পানীয় থেকেও বেশি।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীতা এবং শয়তানী হামলা সত্ত্বেও পুণ্যবান লোকদের পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের বক্ষ উন্মোচিত করে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। বহু এমন ঘটনা সামনে আসে। আল্লাহ্ তা'লা নিজে হাত ধরে মানুষকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য এবং তৌফিক দান করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাহায্য এবং সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম করে বলেছিলেন- আল্লাহ্ তা'লা তোমার নামকে সে দিন পর্যন্ত সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন যেদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তোমার তবলীগ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন। পুনরায় তিনি বলেন, যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তোমাকে ব্যর্থ করতে চায় এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তায় ডুবে থাকে তারা নিজেরাই ব্যর্থ হবে। ব্যর্থতা এবং অপূর্ণ বাসনা নিয়ে তারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) বলেন, আমি তোমার একনিষ্ঠ প্রেমিকদের দলকে বৃদ্ধি দান করব, তাদের ধন এবং জন-সম্পদে বরকত ও প্রাচুর্য দান করব। মুসলমানদের অন্যান্য বিদ্বেষপরায়ণ এবং শত্রু দলগুলির বিপক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত তারা জয়যুক্ত থাকবে। (অর্থাৎ মুসলমানদের অন্যান্য ফের্কাও থাকবে কিন্তু বিজয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত অর্জন করবে, ইনশাআল্লাহ) । আল্লাহ্ তাদেরকে (মোমিনদেরকে) ভুলবেন না এবং তারা নিষ্ঠা অনুসারে নিজ নিজ প্রতিদান পাবে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৬৪৮)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এই নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা সহকারে প্রত্যেক নিষ্ঠাবানকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমরা যখন দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেওয়া খোদার অগনিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে, তবে আল্লাহ তা'লা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাচুর্য দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা-ও পূর্ণতা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ। যুক্তি-প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে হিংসুক এবং শত্রুদের উপর আমরা সব সময় জয়যুক্ত থেকেছি। তাদের কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। যেভাবে আপনারা ঘটনাবলী শুনেছেন। অনেকেই এটিও উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তি এবং প্রমাণের কোন কিছুই তাদের কাছে ছিল না, ছিল কেবল বিরোধীতা। ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে আমরাই সব সময় জয়যুক্ত হব। আমাদের প্রয়োজন শুধু খোদার কৃপা লাভের জন্য আমরা যেন নিজেদের নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করি যাতে আমরা খোদার ফযল এবং কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পারি । আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করব। তিনি (আ.) বলেন- "এরা কি মনে করে (অর্থাৎ বিরোধিরা কি মনে করে) যে, তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র, ভিত্তিহীন মিথ্যা, অপবাদ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে খোদার পরিকল্পনাকে ব্যাহত করবে? কিংবা পৃথিবীর মানুষকে প্রতারিত করে এটিকে বিলম্বিত করবে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা উর্দ্ধলোকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এর পূর্বেও যদি সত্যের বিরোধীরা কখনও এই উপায়ে সফল হয়ে থাকে তাহলে এখনও তারা সফল হবে। কিন্তু যদি এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে থাকে যে, যারা আল্লাহ্‌র বিরোধী এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী যা আল্লাহ্ তালা উর্দ্ধলোকে গ্রহণ করেছেন, তাদের ভাগ্যে সব সময় লাঞ্ছনা এবং পরাজয়ই জোটে, তাহলে এদের জন্যও এমন ব্যর্থতা এবং লাঞ্ছনা অবধারিত। আল্লাহ্‌র কথা কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবেও না। তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আদি থেকেই লিখে রেখেছেন এবং এটিকে তাঁর চিরাচরিত আইন এবং রীতি বলে অভিহিত করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল সব সময় জয়যুক্ত হবেন। তাই আমি যেহেতু তাঁর প্রেরিত ও রসূল কিন্তু কোন নতুন শরীয়ত, নতুন দাবি এবং নতুন নাম ছাড়াই বরং সেই মহাসম্মানিত নবী খাতামুল আম্বিয়ার নাম নিয়ে এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে এবং তাঁরই প্রকাশক হিসেবে এসেছি। তাই আমি বলছি যে, যেভাবে আদি থেকে অর্থাৎ আদম (আ.)-এর যুগ থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব সময় এই আয়াতের অর্থ সত্য প্রমাণিত হয়ে আসছে, অনুরূপভাবে এখন আমার পক্ষেও সত্য প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

****

জুমআর খুতবা

খোদা তা'লার কৃপায় জামা'তের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির মাথায় এ চিন্তা চেতনা রয়েছে। নিজেদের সন্তানের তরবিয়তের প্রতি তাদের দৃষ্টি বা মনোযোগ রয়েছে অথবা অন্তত সে ব্যাপারে তারা চিন্তা করে। আর এটি আমাদের আহমদীদের প্রতি খোদার অনেক বড় একটি কৃপা ও অনুগ্রহ। কেননা, সবাই যখন জাগতিক কামনা-বাসনায় নিমগ্ন এমন যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার কারণে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য চিন্তা করি আর কেবল তাদের জাগতিক উন্নতির বিষয়েই উদ্বিগ্ন হই না, বরং তাদের ধর্মীয়ে বিষয়ে প্রশিক্ষন ও সুশিক্ষার কথাও আমরা চিন্তা করি।

আমাদের মুসলমানদের উপর খোদা তা'লা এই অনুগ্রহও করেছেন যে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে তরবীয়ত বা প্রশিক্ষনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার জন্য পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোয়া শেখানো হয়েছে এবং তরবীতের বিভিন্ন রীতিও শেখানো হয়েছে, সেই সাথে পিতামাতার দায়িত্বাবলীর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে শর্ত হল– মুসলমানরা যেন এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এর উপর আমল করে। কেননা, আমরা যদি এই দোয়াগুলি করি এবং এই রীতি অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি আর সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত ও সুশিক্ষার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি থাকি, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য এক পুণ্যবান প্রজন্ম রেখে যেতে পারব।

সন্তানের নেক ও পুণ্যবান হওয়া এবং তাদেরকে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্য সন্তান নেওয়ার পূর্বেই বা সন্তানের জন্মের পূর্বেই পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই পুণ্য বা নেকির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

সন্তানের জন্য যখন দোয়া করা হয় তখন খোদার বিধি-নিষেধ বা শিক্ষা মেনে চলা আর খোদার পূর্ণ আনুগত্য, তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পন আবশ্যক- তবেই দোয়া গৃহীত হয়। অতএব, সন্তানের সংশোধন এবং তাদের তরবীয়ত ও সুশিক্ষার জন্য পিতামাতার উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। আর সন্তানের মঙ্গলের জন্য তারা যেন স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে থাকে এবং নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মানুষের নিজের ব্যবহারিক আচার-আচরণ যদি সেই শিক্ষার পরিপন্থী হয়, যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন বা পিতামাতা তাদের সন্তানকে যে উপদেশ দেয়, তাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে সংশোধনের দোয়ার 'নিয়তে' সদিচ্ছা ও সংকল্পও আর থাকে না। যদি আমল এমন হয় তাহলে এই অভিযোগ করা অনুচিত যে, আমরা সন্তানদের জন্য অনেক দোয়া করেছি, তারপরও সন্তান বিপথগামী হয়ে গেছে বা আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

বিশেষ করে ওয়াকেফিনে নওদের পিতামাতার এ দিকে অনেক বেশি দৃষ্টি থাকা উচিত।

তোমরা যারা ওয়াকফে নও, তাদের প্রথমে জামা'তকে জিজ্ঞেস করা উচিত, জামা'তের প্রয়োজন আছে কী না। জামা'ত যদি তাদেরকে নিজের কাজ বা নিজের কাজকর্মের অনুমতি দেয় তাহলে করা উচিত। নতুবা নিজেদের এবং পিতামাতার অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, বিশুদ্ধচিত্তে নিজেদের উৎসর্গ করা উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ১৪ ই জুলাই , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৪ ওফা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–অনেক পুরুষ ও মহিলা পত্র মারফত লিখে থাকেন এবং সাক্ষাতের সময় বলেন যে, আমাদের ঘরে সন্তান হতে যাচ্ছে, হুযূর! দোয়া করুন। অথবা তারা লেখেন, আমরা এই আগত সন্তানের জন্য কী দোয়া করব বা কোন ভাষায় দোয়া করব? অনেকেই এ কথাও বলে যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি রয়েছে, যারা শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করছে , তাদের তরবীয়ত ও সুশিক্ষার ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় থাকি, তাদের জন্য কী করব, কীভাবে দোয়া করব, যেন আমাদের সন্তান-সন্ততি সঠিক পথে এবং পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে?

খোদা তা'লার কৃপায় জামা'তের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির মাথায় এ চিন্তা চেতনা রয়েছে। নিজেদের সন্তানের তরবিয়তের প্রতি তাদের দৃষ্টি বা মনোযোগ রয়েছে অথবা অন্তত সে ব্যাপারে তারা চিন্তা করে। আর এটি আমাদের আহমদীদের প্রতি খোদার অনেক বড় একটি কৃপা ও অনুগ্রহ। কেননা, সবাই যখন জাগতিক কামনা-বাসনায় নিমগ্ন এমন যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার কারণে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য চিন্তা করি আর কেবল তাদের জাগতিক উন্নতির বিষয়েই উদ্বিগ্ন হই না, বরং তাদের ধর্মীয়ে বিষয়ে প্রশিক্ষন ও সুশিক্ষার কথাও আমরা চিন্তা করি।

আমাদের মুসলমানদের উপর খোদা তা'লা এই অনুগ্রহও করেছেন যে শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে তরবীয়ত বা প্রশিক্ষনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার জন্য পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোয়া শেখানো হয়েছে এবং তরবীতের বিভিন্ন রীতিও শেখানো হয়েছে, সেই সাথে পিতামাতার দায়িত্বাবলীর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে শর্ত হল– মুসলমানরা যেন এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এর উপর আমল করে। কেননা, আমরা যদি এই দোয়াগুলি করি এবং এই রীতি অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি আর সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত ও সুশিক্ষার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি থাকি, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য এক পুণ্যবান প্রজন্ম রেখে যেতে পারব।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত ও সুশিক্ষার কাজটি মোটেই সহজ নয়। বিশেষ করে এ যুগে যখন প্রতিটি পদক্ষেপে শয়তান সৃষ্ট বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয়াদি প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে আসছে, এমন পরিস্থিতিতে এটি কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেখানে দোয়া শিখিয়েছেন এবং বিভিন্ন রীতি ও উপায় শিখিয়েছেন, তা এজন্য শিখিয়েছেন যে, আমরা চাইলে আমাদের নিজেদেরকেও আর সন্তান-সন্ততিকেও শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পারি। কিন্তু এর জন্য সতত দোয়া, খোদার সাহায্য, পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া নিরলস সংগ্রামেরও প্রয়োজন রয়েছে আর সত্যিকার মু'মিনের কাছে এ প্রত্যাশাই রাখা হয় যে, সে খোদার সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে এবং সন্তান-সন্ততিকেও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। হতাশ ও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে যাবে না বা ভীতত্রস্ত হয়ে নেতিবাচক চিন্তাধারাকে নিজের উপর প্রভুত্ব করতে দেবে না।

এরপর বারোর পাতায়.....

দুইয়ের পাতার পর....

অনুবাদ: আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-চতুর্থাংশ হবে তাদের। কিন্তু তোমাদের সন্তান থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-অষ্টমাংশ হবে তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) এ (বন্টন) হবে তোমাদের সম্পাদিত ওসীয়্যত আদায়ের অথবা ঋণ পরিশোধের পর। (আন-নিসা: ১৩)

৯) ইসলাম তালাকের পরিস্থিতিতে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছে এবং তাদেরকে উপকৃত করার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

১০) অজ্ঞতার যুগে আরবদের মধ্যে 'ঈলা' এবং 'যিহার' নামে এমন দুটি কু-প্রথা প্রচলিত ছিল যার মাধ্যমে স্বামী নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে নিত। অর্থাৎ তাকে তালাক তো দিতই না উপরন্তু স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করত। 'ঈলা' সম্পর্কে সুরা বাকারার ২২৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'যিহার' সম্পর্কে সূরা মুজাদেলার ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা অজ্ঞতার যুগের এমন প্রথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব স্ত্রীদের প্রতি এটি একটি অনুগ্রহ যে ইসলাম স্ত্রীদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

১১) ইসলাম পুণ্য কর্মের পরিণামে উচ্চ মর্যাদা লাভের দিক থেকে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَىكُمْ

অনুবাদ: তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। (আল-হুজরাত: ১৪)

মোমিন পুরুষদের উপমা ফিরআউনের স্ত্রীর আসেয়া এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এটি ইসলামের এক অনবদ্য রীতি।

নীচে স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি (সা.) বলেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেইজন যে নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তম। এবং আমি নিজের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

(মিশকাত, বাব আশরাতুন নিসা)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিনন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে,আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: পৃথিবী হল ইহজাগতিক জীবনের উপকরণ মাত্র। একজন পুরুষের জন্য সর্বোত্তম ইহজাগতিক উপকরণ হল একজন পুণ্যবতী স্ত্রী। (সুনান ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: ঈমানের দিক থেকে মোমেনদের মধ্যে পূর্ণতম সেইজন যার আচরণ উত্তম। এবং তোমাদের মধ্যে আচরণের দিক থেকে সর্বোত্তম সেইজন যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের এবং দৃষ্টান্ত-স্থানীয় আচরণ করে থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

* স্ত্রীরাও স্বামীদের সমান পুণ্যের প্রতিদানের অধিকারিনী হবে যদি তারা সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবারের তত্ত্বাবধান করে এবং সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দান করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: একদা ইযিদি আনসারীর কন্যা আসমা আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন যে, হে রসূলুল্লাহ (সা.) আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। আমি মহিলাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নারী ও পুরুষ সকলের প্রতি আবির্ভুত করেছেন। আমরা মহিলারা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে গিয়েছি। কিন্তু পুরুষদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে তারা বা-জামাত নামায, জুমা এবং বিভিন্ন সমাবেশে অংশ গ্রহণ করবে বা জানাযা পড়বে একের পর পর এক হজ করবে এবং সর্বোপরি খোদার পথে জিহাদ করবে। এবং আপনাদের মধ্য থেকে যখন কেউ উমরার উদ্দেশ্যে যায় তখন আমরা মহিলারা আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষন করি এবং সুতো কেটে আপনাদের জন্য পোশাক বুনি। আপনাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমরা কি পুরুষদের সঙ্গে বরাবর পুণ্যের ভাগী হতে পারি? কেননা পুরুষরা নিজেদের কর্তব্য পালন করে আমরা মহিলারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করি। আসমা (রা.)-এই কথা শুনে হুযুর (সা.) সাহাবা (রা.)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন এই মহিলার থেকে ভালভাবে কোন মহিলা নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে? সাহাবারা (রা.) উত্তর দিলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদের কল্পনাতেও ছিল না যে, কোন মহিলা এত উৎকৃষ্ট পন্থায় নিজের কথা তুলে ধরতে পারে। অতঃপর তিনি (সা.) আসমা (রা.)-এর দিকে ফিরে বললেন, হে মহিলা! ভালভাবে বুঝে নাও এবং যাদের তুমি প্রতিনিধি হয়ে এসেছ তাদেরকে গিয়ে বলে দাও যে, উৎকৃষ্ট পন্থায় স্বামীর পরিবারের তত্ত্বাবধানকারীনী এবং পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব পালনকারীনী মহিলার জন্য ততটুকু পুণ্য নির্ধারিত আছে যা তার স্বামী নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য পেয়ে থাকে।

(আসাদুল গাবা)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: মহিলাদের হিত ও কল্যাণের প্রতি যত্নবান হও কেননা, মহিলাদেরকে পাঁজরের অস্থি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের প্রকৃতিতে পাঁজরের অস্থির ন্যায় বক্রতা রয়েছে। পাঁজরের উপরের অংশে বেশি বক্রতা লক্ষ্য করা যায়। যদি তোমরা এটিকে সোজা করার চেষ্টা কর তবে সেটি ভেঙ্গে যাবে। যদি তেমনই থাকতে দাও তবে তা থেকে তোমরা উপকৃত হতে থাকবে। অতএব মহিলাদের সঙ্গে নম্রতাপূর্ণ আচরণ কর এবং এই প্রসঙ্গে আমার উপদেশ মেনে চল।

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা) বলেছেন: একজন মোমিনের তার মোমিনার স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। যদি তার কোন বিষয় অপছন্দনীয় থাকে তবে হয়তো তার অন্য কোন গুণ পছন্দীয়ও হবে। সব সময় উত্তম গুণাবলীর প্রতি তোমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। (মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ)

হযরত মুয়াবিয়া বিন হিদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলে আকরম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি? তিনি (সা.) বললেন: যা কিছু তুমি আহার কর তাকেও তাই আহার করাও। যা কিছু তুমি পরিধান কর তাকেও পরিধান করাও। তার মুখমন্ডলে প্রহার করো না বা তাকে কুৎসিত বানিও না। যদি তুমি তার থেকে পৃথক থাকতে চাও তবে তুমি সেই বাড়িতেই থাক, তাকে ঘর থেকে বের করে দিও না।

(আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক যুবতী মহানবী (সা.) -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, তার পিতা তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এবং এই বিয়ে তার পছন্দ নয়। আঁ হযরত (সা.) সেই যুবতীকে অধিকার দিলেন যে, সে চাইলে এই বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারে অন্যথায় ভেঙ্গে দিতে পারে। (আবু দাউদ)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমার মতে সেই ব্যক্তি কাপুরুষ এবং নপুংসক যে মহিলাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৭)

একবার তিনি বলেন: ব্যাভিচার ছাড়া মহিলাদের যাবতীয় ঋজুতা এবং কর্কশতা সহন করা উচিত। পুরুষ হয়ে মহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে আমি চরম পর্যায়ের নির্লজ্জতা বলে মনে করি। আমাদেরকে আল্লাহ্ পুরুষ বানিয়েছেন এবং বস্তুত এটি আমাদের উপর তাঁর নিয়ামতসমূহের পূর্ণতা দান করা। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মহিলাদের প্রতি নম্র ও সৌম্যতাপূর্ণ আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।"

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, প্রণেতা-ইয়াকুব আলি ইরফানী)

****

এরপর বারোর পাতায়.....

আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারের কোনও শ্রেষ্ঠত্বে দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৮)

ঈদ মিলন পার্টি: বীরভূম

আল হামদো লিল্লাহ্, এবছর জামাতে আহমদীয়া বীরভূমের পক্ষ থেকে বোলপুরের গীতাঞ্জলী কালচারাল হলে গত ৯ই জুলাই, ২০১৭ তারিখে ঈদ মিলন পার্টি অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বুদ্ধিজীগিণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু তাহের মন্ডল সাহেব, সার্কেল ইনচার্জ মুর্শিদাবাদ, স্বামী সত্যানন্দ জী মহারাজ, শ্রী অরুন কুমার পাল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দে ও প্রমূখ ছাড়াও ছিলেন ওকীল, রাজনীতিক ও বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানের শেষে মরকয থেকে পাঠানো ১৫ মিনিটের একটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম দেখানো হয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও উপস্থিত বর্গ সমেত এই সমাবেশে মোট ১৯৬ জন মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এই অনুষ্ঠানে শুভ পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: শেখ মহম্মদ আলি, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, বীরভূম জেলা।

****

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

কম বয়সী মুরুব্বীদেরকে আমি বলতে চাই যে, আপনারা ভয় করবেন না। নির্ভীক হয়ে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এই সমস্ত সমস্যা ও বিষয়াদির সম্মুখীন হতে হবে।

মুরুব্বীদেরও দায়িত্ব হল নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে অন্যরা আপনাদেরকে কোন অনুচিত কাজের জন্য দোষারোপ করার বা তুই বলে সম্বোধন করার ধৃষ্টতা না দেখাতে পারে। কেউ সম্মান করুক বা না করুক সর্বাস্থতাতেই আনুগত্য করা মুরুব্বীদের কর্তব্য।

হুযুর আানোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মুবাল্লিগগণের মিটিং

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

১৭ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ

জামেয়ার কোন বিষয়ে বা পড়াশোনার ব্যাপারে কিংবা ছাত্রদের ব্যাপারে যদি কোন উদ্বেগজনক বিষয় দেখা দিলে প্রিন্সিপালকে অবগত করুন এবং এরপর আমাকে অবগত করুন। সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব। আর যদি সংবাদ পৌঁছে না দেন তবে আপনারা অপরাধী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে ফিল্ডে কর্মরত অন্যান্য মুরুব্বীরাও যদি দেখেন যে, পদাধিকারী, সদর, রিজিওনাল আমীর বা কোন উর্ধতন পদাধিকারী হোক কেন্দ্রীয় পদাধিকারীরা জামাতের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে প্রথা ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে কোন কাজ করছে তবে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করুন এবং আপনারা এটিকে তখনই প্রতিহত করতে পারবেন যখন আপনারা আত্ম-সংশোধনকারী হবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমীর সাহেব সম্পর্কে আরও একটি অভিযোগ এসে থাকে যে, বর্তমানে অনেক সমসাময়িক বিষয় আছে বিভিন্ন মিটিংয়ে যেগুলির উত্তর দিতে হয়। উত্তম পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাসহকারে উত্তর দেওয়ার আদেশ রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে অনেকের অভিযোগ আসে যে, আমীর সাহেব বলেন যে, কুটনীতিকভাবে উত্তর দিবে। কুটনীতি আমাদের কাজ নয়।

আপনারা সমসাময়িক যে কোন বিষয়ের উত্তর দিতে পারেন। যেমন- মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা, মহিলাদের পর্দা, সমকামিতা ও প্রমূখ সমস্যাদি রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে এগুলির উত্তর দিতে হবে। আমরা না কোন সংবাদ মাধ্যমকে ভয় করি আর না কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু উত্তর প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার মধ্যে যেন কুটনীতির আভাস পর্যন্ত না থাকে। কেননা, কুটনীতি আমাদের কাজ নয়। মানুষ এমন ধরণের প্রশ্ন আমাকেও জিজ্ঞাসা করে। আমি সেগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ভয় করার দরকার নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, প্রথম মৌলিক বিষয়টি হল এই যে, ধর্ম সমাজ এবং মানুষের সংশোধনের জন্য এসে থাকে। আজকাল স্বাধীনতার নামে যে সব নিত্যনতুন আইন তৈরী হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে বা কোন ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু যেটি আল্লাহ্‌র বাণী তা কখনও ত্রুটিযুক্ত হতে পারে না। যে ধর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে সেটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না। সেই কারণেই আপনাদের সকলের কাছে ধর্ম প্রধান্য পায়। এবং এর ভিত্তি কি সে সম্পর্কে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে উত্তর দিতে হবে। যুবক মুরুব্বীরা অনেক সময় প্রভাবিত হয়ে যায়। তাই মুরুব্বীরা সব সময় স্মরণে রাখবেন যে, বিরোধীতাকে ভয় করবেন না। বিরোধীতা হলে প্রচারও হবে। এদের সংশোধন আমরা করব। আমরা তাদেরকে পরিচালনা করব। আমরা নিজেরা তাদের অনুবর্তিতা করব না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কম বয়সী মুরুব্বীদেরকে আমি বলতে চাই যে, আপনারা ভয় করবেন না। নির্ভীক হয়ে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এই সমস্ত সমস্যা ও বিষয়াদির সম্মুখীন হতে হবে।

যেখানে কোন ঝামেলা বা গণ্ডগোল দেখবেন সেখানে বলে দিন যে, যেহেতু গোলযোগ বাধানো তোমাদের উদ্দেশ্য, অতএব আমি তোমাদের এই বিষয়ে কোন উত্তর দিব না। কিন্তু একজন ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রচারক হিসেবে আমরা সেই শিক্ষা অবশ্যই মেনে চলব যা ধর্ম আমাদেরকে শিখিয়েছে। অতএব কুটনীতি ও প্রজ্ঞার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সেটিকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। কুটনীতির মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রন থাকে। কুটনীতিকরা যখন দূতাবাস বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য আসেন তখন তাদেরকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে যে, প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নাও। মৌলানা মৌদুদী সাহেবের মত একথা বলবেন না যে, যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে মিথ্যা বলা কোন অপরাধ নয়। আপনারা সর্বত্র সত্য এবং প্রজ্ঞাসহকারে কাজ করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি খুতবাতেও বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদের সম্মান যেন সর্বত্র বজায় থাকে সে জন্য মিশনারী ইনচার্জ এবং আমীর সাহেব এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা আপনাদের কাজ। জামাতে এই তরবীয়ত থাকা উচিত যেন জামাতের সদস্যরা ছোট, বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মুরুব্বীকে সম্মান করে। মুরুব্বী হওয়াটায় শেষ কথা, মুরুব্বীর বয়স বিচার্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুরুব্বী সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে সে জামাতের তরবীয়ত করতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন আপনারা নিজেদের তরবীয়ত করবেন তখনই তবলীগের পথ প্রশস্ত হবে। আল্লাহ্ আমাদের দূর্বলতাসমূহ ঢেকে রেখেছেন, যে কারণে আমাদের ভাল দিকটিই মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে এবং আমাদের ভাল কাজগুলি তারা দেখে থাকে। আমাদেরকে তারা সংগঠিত রূপে দেখে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আপাতত বিষয়টি ভাল বলে মনে হচ্ছে যে, যদিও কোথাও আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে থাকে বা মানুষ মুরুব্বীদেরকে সম্মান দিচ্ছেনা, কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। কিন্তু কোন এক সময় তা প্রকাশ পেতে পারে। তখন আপনাদের তৈরী করা প্রভাবটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য মিশনারী ইনচার্জ এবং আমীর সাহেবের দায়িত্ব হল জামাতের সদস্য এবং পদাধিকারীগণের তরবীয়তের মাধ্যমে মুরুব্বীদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি, মুরুব্বীদেরও দায়িত্ব হল নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে অন্যরা আপনাদেরকে কোন অনুচিত কাজের জন্য দোষারোপ করার বা তুই বলে সম্বোধন করার ধৃষ্টতা না দেখাতে পারে। আমি দেখেছি অনেকে মুরুব্বীদেরকে অসাধারণ সম্মান করে আবার অনেকে আছে যারা মুরুব্বীদের নাম উচ্চারণ এমন ভঙ্গিতে করে যে কোন ছোট বাচ্চার নামও সেভাবে নেওয়া হয় না। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন এবং জামাতের পদাধিকারীদেরও তরবীয়ত করুন। যে পদাধিকারী সহযোগিতা করবে না তার সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। আপনারা যদি নিজে মুরুব্বীদের সম্মান প্রতিষ্ঠা না করেন পদাধিকারীরা কিভাবে করবেন। এ সম্পর্কে রিপোর্ট নিন এবং মুরুব্বীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে জামাতে তাদের সঙ্গে আচরণ কিরূপ। আর আপনারাও নির্ভয়ে উত্তর দিন সে কেন্দ্রীয় পদাধিকারী হোক বা জাতীয় স্তরের পদাধিকারী হোক কিম্বা স্থানীয় স্তরের পদাধিকারী। এটি আপনাদেরই কাজ এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমি খুতবাতেও বলেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেউ সম্মান করুক বা না করুক সর্বাস্থতাতেই আনুগত্য করা মুরুব্বীদের কর্তব্য। যদি তাদের থেকে বড় কোন পদাধিকারী বা জামাতের সদর বা আমীর থাকেন তবে তাদের সম্মান করতে বলুন। কিন্তু বার বার মিশনারি ইনচার্জ এবং আমীর সাহেবকে জানানো সত্বেও কোন অভিযোগ থেকে যায় তবে আমাকে লিখে জানান। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি এবং পুনঃ পুনঃ বলছি, সবার আগের নিজেদের সংশোধন করুন। আপনাদের দিকটা নিষ্কলুষ থাকলে কেউ দোষারোপ করার সুযোগ পাবে না এবং তখনই তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নতুন মুরুব্বীদেরকে আমি প্রায়ই বলে থাকি, তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তুলুন- জানি না এই নির্দেশ মেনে চলা হয় কি না। প্রায় দেখা যায় যে, রাত যখন ছোট হয় তখন ফজরের জন্যও ঘুম থেকে ওঠা কষ্টকর হয়। খুবই ছোট রাত হয়ে থাকে যার ফলে দেড়-দুই ঘন্টা শোয়ার জন্য অবশ্যই পাওয়া যায়। সংকল্প থাকলে এরই মধ্যে ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একবার ওহাব আদম সাহেব মরহুমকে দেখেছি যে, পরিদর্শন শেষ করে রাত্রি বারোটার সময় লম্বা ও অমসৃণ পথ অতিক্রম করে ফিরেছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটি জায়গায় আমরা একত্রে অবস্থান করছিলাম। ফিরে আসার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি রাত্রি দেড়টা নাগাদ বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দেখি তিনি দেড়টার সময় মসজিদে নফল পড়ছেন। আপনারা যখন এমন করবেন জামাতের সদস্যরা তা দেখে উদ্বুদ্ধ হবে আর দোয়া ছাড়া তো এই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য মুরুব্বীদের জন্য বিশেষকরে নফল নামায জরুরী। নামাযের প্রতি নিয়মানুবর্তিতা এবং বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। কেউ মসজিদে আসুক বা না আসুক, যখন আপনি নিজে মসজিদে আসবেন বা কোন নামায সেন্টার খুলবেন তখন মানুষ উপলব্ধি করবেন এবং তারা নিজে থেকেই আসবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি ইউ.কে-তে জুমার খুতবার পর কিছু কিছু জামাতের সঙ্গে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মিটিং করে থাকি। মিটিংয়ে একটি জামাতের তরবীয়তের সেক্রেটারী এবং সদর জামাত বললেন আমাদের এখানে নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি জানতে চাই যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, ৩৩% - ৩৪% লোক নামাযে আসেন। এটি কোন উপস্থিতিই নয়। ফজর এবং এশায় নিকটে অবস্থানকারীদের উপস্থিতি বেশি হওয়াই কাম্য। আর যারা দূরে থাকেন তারা তো বাহানা পেয়ে যায়। এই জামাতগুলিতেও চেষ্টা করুন। অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন যাতে লোকেরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়ে। যদি নামায সেন্টার দূরে হয় এবং আসা সম্ভব না হয় বা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর ক্লান্তির কারণে সেন্টারে আসা কষ্টকর হয় তবে কেবল মুরুববীদের খুতবা শুনে নেওয়া বা খুতবা দিয়ে দেওয়াই কাজ নয়। সেই সব কাজের উপর আমল করা হচ্ছে কি না ফিল্ডে কর্মরত মুবাল্লিগদের জন্য তত্ত্বাবধান করাও কাজ। আর বিষয় এখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় যে, তত্ত্বধান তখনই সম্ভব যখন এই কাজ নিজে করা হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনাদের আচরণ দৃষ্টান্তমূলক হওয়া কাম্য। তবলীগের জন্য জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। আপনার পরিবেশের রাজনীতিক, পুলিশ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরী করুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে তবলীগ সেক্রেটারীগণ অভিযোগ করে থাকেন যে, মুরুব্বীরা আমাদেরকে পুরো সময় দেন না। অতএব যেখানে যেখানে জামাতের প্রোগ্রাম তৈরী হয় সেখানে পুরো সময় দেওয়া আপনাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামেয়ার শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন কাজ নিতে হলে জামেয়ার মারফত নিতে হবে। প্রিন্সিপাল সাহেবকে লিখুন এবং প্রিন্সিপাল সাহেব বিবেচনা করে শিক্ষকদেরকে অবসর সময়ে বিরতি দিতে পারেন। শিক্ষকদের যদি ৭ দিনের কম কোন ব্যক্তিগত ছুটির পরিকল্পনা থাকে তবে তা প্রিন্সিপালকে পাঠিয়ে দিন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেবও নিজের পরিকল্পনা বানিয়ে পাঠান যে, এই এই জামাতে তাদেরকে পাঠাবেন। ফলে প্রিন্সিপাল সাহেবও বলতে পারবেন যে, কোন কোন দিন কতজন মুরুব্বী পাওয়া যাবে। প্রিন্সিপাল সাহেবের পক্ষ থেকে উত্তর আসার পর আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পারবেন। উভয় পক্ষ থেকেই পরিশ্রম দরকার। পরিশ্রম এবং সহযোগিতা এমন কোন সমস্যা নয় যার সমাধান নেই। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলে সব কিছুই সম্ভব। এরপর হুযুর আনোয়ার মুরুব্বীদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন।

একজন মুরুব্বী প্রশ্ন করেন কিছু প্রবীণ আহমদী সদস্যদের বিরুদ্ধে জামাত পদক্ষেপ নিলে তারা নিজেদের সঙ্গে সন্তান-সন্ততিদেরকেও জামাত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। তাদেরকে বোঝানো সত্ত্বেও তারা বোঝে না।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: যদি কোন সদস্য অনুচিত কাজ করে এবং তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে জামাত তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু তারা সংশোধনের চেতনার পরিবর্তে যদি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তবে আপনারা তার জন্য দোয়া করতে পারেন। তাকে বোঝাতে পারেন। বোঝানো আপনাদের কাজ। নিয়মিত বোঝান। হতাশা ও পরিশ্রান্ত হবেন না। ৯৯%-এর বেশি মানুষের সংশোধন হয়ে যায়। যদি কেউ দুই-একজন এমন থাকে যাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব নয় তবে তাদের সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত-বয়স্ক হলে তাদের সঙ্গে আপনারা সম্পর্ক রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ইউ.কে-তে যুবক মুরুব্বীদেরকে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি যারা এভাবে বিপথগামী হয়েছিল তাদের যুবক সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফলে যখন সন্তানরা জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তখন পিতা-মাতাও নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে নিয়েছেন।

সেখানে পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে কিছু যুবকের অভিযোগ রয়েছে। আর এরা একটু বেশিই বিপথগামী। প্রবীণদের কথা বলো না। এদের মধ্যে যুবকের সংখ্যায় বেশি যারা বড়দের বিরুদ্ধে বা পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যার কারণে তারা দূরে সরে যায়। আমি যখন যুবক মুরুব্বীদের তাদেরকে কাছে আনার নির্দেশ দিলাম তখন তারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে কাছে এনেছিল এবং তারা ক্রমশ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কানাডাতেও একটি পরিবার একেবারে দূরে সরে গিয়েছিল। সেখানে মসজিদ পরিদর্শনের পর আমি সেখানকার রিপোর্ট পেয়েছি যে, সেই ছিটকে যাওয়া যুবকটি নিজেই পুনরায় মসজিদে আসতে আরম্ভ করেছে এবং জামাতের সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়েছে। সংশোধনের জন্য স্থায়ীত্ব থাকা জরুরী এবং এর পাশাপাশি দোয়াও জরুরী। এরপর বিষয়টি খোদার নিকট অর্পন করুন। নিজের পক্ষ থেকে বাঁচানোর পুরো চেষ্টা করুন।

খুতবা জুমা শোনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন: আপনাদের কাছে মুরুব্বী এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসা দরকার যে, জুমা শেষ হওয়ার পর কতজন মসজিদে বসে খুতবার সম্প্রচার শোনে। যারা বাড়ি যায় তারা যেন খুতবা শুনে বাড়ি যায় বা বাড়িতে গিয়ে খুতবা শোনে। মানুষকে মসজিদে বসে খুতবা শুনতে উৎসাহিত করুন। আল্লাহ্‌র ফযলে জার্মানীতে অনেক মানুষ মসজিদে বসে খুতবা শোনেন। আপনাদের কাজ হল জনমত সংগ্রহ করা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: অনেক স্থান এমন আছে যেখানে কেবল জামাত আহমদীয়ার মসজিদ আছে। অনেক সময় অ-আহমদীরা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আমাদের মসজিদে এতেকাফে বসতে পারবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে বলুন আমাদের মসজিদ এমনিতেই এত ছোট যে কেবল দুই-চার জনের এতেকাফে বসার সুযোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত আমাদের কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে সেগুলি আপনারা মেনে চলবেন কি? প্রথমে আমরা নিজেদের জামাতের সদস্যদের অগ্রাধিকার দিব। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন, এরপর যদি তারা এই শর্তগুলি মেনে নিয়ে আসতে চায় তবে বিবেচনা করে দেখব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যখন বন্দীদশায় থাকার সময় একজন কয়েদী আমার সঙ্গে ছিল। সে আমকে কাহিনী শোনাতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কারাগারে কেন এসেছ? সে উত্তর দিল, আমি খুন করেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে খুন করলে? সে উত্তর দিল, আমি রমযান মাসে এতেকাফে বসেছিলাম, সেই অবস্থায় খুন হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এতেকাফে কীভাবে হত্যা হল। সে উত্তর দিল আমাদের মধ্যে শত্রুতা চলছিল তাই আমি একটি আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রেখেছিলাম। মসজিদে আগ্নেয়াসস্ত্র কেন নিয়ে গিয়েছিলে? সে উত্তর দিল, আমার শত্রু বাইরে এলে আমি চিন্তা করলাম পাছে সে আমার উপরই না আক্রমণ করে বসে। তাই তার আক্রমণ করার পূর্বে আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। এমন এতেকাফকারী আমরা চাই না।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: জামাতের সদস্যরা যখন নিজেদের গোপন কথা কারো সামনে প্রকাশ করে তখন কতদিন পর্যন্ত সেটি গোপন রাখা কর্তব্য এবং কখন এ সম্পর্কে রিপোর্ট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে গোপন কথা প্রকাশ করা হয় যদি তার মধ্যে ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কিত হয় সেটিকে সেই সময় গোপন রাখুন। কিন্তু সেটি যদি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং জামাতের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাকে বোঝান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে তার সংশোধ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাকে অবগত করুন। বিষয়টিকে ছড়িয়ে পড়তে দিবেন না। আড়াল করার অর্থ হল মানুষের মধ্যে সেটিকে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তাই বলে জামাতের স্বার্থকে সংকটে ফেলবেন না। কোন ব্যধি যদি ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তার সংশোধন করার চেষ্টা করুন এবং তাকে বোঝান। মানুষের ব্যধি দূরও হয়ে যায়, কিন্তু যখন একটি জামাতের জন্য ব্যধির রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে বা একটি জাতিকে আক্রান্ত করে তোলে তখন আপনাকে সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এরা আল্লাহ্‌র কৃপায় সুশিক্ষিত মানুষ। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক দিয়েছেন। যুবক হলে সেই অনুসারে বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। যদি বাইরেও কাউকে সংশোধনের জন্য বলতে হয় তবে যত্রতত্র একথা উল্লেখ করবেন না। বিষয়টিকে ছড়িযে যেতে দিবেন না। এই কারণেই ব্যাভিচারের শাস্তির জন্য এত শর্তাবলী কেন দেওয়া হয়েছে? চারজন সাক্ষী কে জোগাড় করবে? কিভাবে দেখাবে? এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, যদি কেউ মাঝ সড়কে বসে ব্যাভিচার করে তবেই আপনারা সেটিকে ব্যাভিচার বলে গণ্য করবেন। অন্যথায় নয়। এই নীতিই অনুসরন করা হয়েছে যে, অশ্লীলতাকে প্রতিহত করতে অপরের সামনে এর উল্লেখ করবে না।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: অনেক সময় আমাদের মসজিদে অ-আহমদী মুসলমান এসে ইসলামী রীতিতে তাদের নিকাহ পড়ানোর আবেদন করেন। তারা সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিকাহ করে নেন, তা-সত্ত্বেও আশিস লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী রীতি অনুযায়ী নিকাহ্‌র এলান ও দোয়া করাতে আগ্রহী হন।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কোন অসুবিধা নেই। যদি আপনাদের কাছে পড়াতে আসে, আপনারা পড়িয়ে দিন। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ যেন গায়ের আহমদী মৌলভীদের কাছে নিকাহ পড়াতে চলে না যায়। (সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন) আমি যখন ঘানায় ছিলাম, অনেক গায়ের আহমদী আমাদের কাছে এসে বলত আমরা যাকাত দিব। আমি তাদেরকে বলতাম তোমাদের মৌলভীর কাছে গিয়ে যাকাত দাও। তারা বলত আমরা জানি, আমাদের মৌলভীরা নিজেরাই আত্মসাৎ করে বসবে। আপনারা এটিকে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করেন। তাই আপনাদেরকে দিব। অনেকে দিয়ে যেত এবং আমরা তা গ্রহণ করতাম। তাদেরকে প্রদেয় যাকাতের রসিদও দিয়ে দিতাম। যদি যাকাত নেওয়া যেতে পারে, তবে নিকাহও পড়ানো যেতে পারে।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: এখানে অধিকাংশ স্থানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জুমার খুতবার সারাংশ রিপোর্ট আকারে পাঠ করে শোনানো হয়। হুযুর বলেন: আমি সেখানেও একথা বলেছিলাম যে, আপনাদেরকেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি মানুষের মধ্যে আমার খুতবা শোনার আগ্রহ তৈরী করতে হয় তবে নিজের খুতবা দীর্ঘ করবেন না। দশ থেকে পনেরো মিনিটের খুতবা হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মত কোন কথা থাকলে তা বলুন। আর যদি এর পূর্বে আমার খুতবায় এমন কোন কথা থাকে যা তাদের পরিবেশ এবং জামাতের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলিকে পুনরায় বলা আবশ্যক হয় বা স্মরণ করাতে হয় তবে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত নোট আকারে উপস্থাপন করুন। আমি সেটির পুনরাবৃত্তি করতে তো বলি নি। আমি একথা বলেছি যে, এর মধ্যে কিছু কথা ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। সেগুলির ব্যাখ্যা করে দিবেন। আর সেখানকার যে স্থানীয় বিষয় রয়েছে সেগুলিকে আট-দশ মিনিটের মধ্যে বর্ণনা করুন এবং তাদেরকে নিজে গিয়ে খুতবা শোনার জন্য উৎসাহিত করুন।

আপনারা যদি মানুষকে এম.টি.এ এবং খুতবার সংস্পর্শে আনতে পারেন তবে সমস্যাবলী অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। আমি একথা কখন বলেছি যে, (খুতবা) পত্র পাঠের ভঙ্গিতে কাহিনী শুনিয়ে দিবেন? আর আপনারা সেই ভাবেই পাঠ করে থাকেন যেভাবে একজন ওয়াকফে নও কিশোর বক্তব্য রাখে। আতফালুল আহমদীয়াদের মত বক্তব্য রাখলে হবে না। খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি তাদের সামনে তুলে ধরুন।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: কোন এক পক্ষ এসে যদি অভিযোগ করে যে, অপর পক্ষ তার প্রতি অন্যায় করেছে। সেক্ষেত্রে মুরুব্বীর প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের কাছে একপক্ষ আসে যারা লড়াই করেছে। আপনি তাকে বোঝান যে, হতোদ্যম হয়ো না, ধৈর্য ধারণ কর এবং দোয়া কর। তাকে বলুন যে, এই বিষয়টি আপনার অধীনে নয়। এটি সংশোধনী কমিটির অধীনস্ত বিষয়। হয় তুমি নিজের সদর জামাতকে বল যে, ইসলাহ কমিটি বা সংশোধনী কমিটিতে ডেকে উভয়ের সংশোধন করুন এবং মীমাংসা করে ফেলুন। অথবা উমুরে আমাতে বিষয়টি উপস্থাপন করুন। আপনার কাজ হল তরবীয়ত করা এবং তবলীগ করা। আপনি জামাতের ইসলাহী কমিটির সদস্যও বটে। ইসলাহী কমিটির সদস্য হিসেবে আপনি সংশোধনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। কেননা মুরুব্বীদের ধর্মীয় বিষয়ে বেশি জ্ঞান থাকা কাম্য এবং হয়েও থাকে। আর যদি বিষয়টি সীমা অতিক্রম করে যায় যা উমুরে আমায় যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তখন সদর জামাত এবং উমুরে আমা-কে রিপোর্ট করুন। আর যদি বিচার বিভাগ বা কাযার মামলা হয় তবে যেন বিচার বিভাগে যায়। উভয় পক্ষকে বিচার করে সেই অনুসারে প্রত্যেককে সামাল দিতে হবে।

আপনার কাছে যারা আসে তাদেরকে বোঝান যে জামাতীয় ব্যবস্থাপনা কি নির্দেশ দেয়। সর্বপ্রথম নিজেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশারদ করে তুলতে হবে। জামাতের আইন সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে। আপনারা কায়দা-কানুনগুলি অধ্যায়ন করে রপ্ত করুন। এছাড়া তরবীয়তের দিক থেকে আপনাদের কি কি দায়িত্বাবলী রয়েছে তাও জানা দরকার। সেই অনুযায়ী আপনি প্রত্যেক ব্যক্তির মামলা দেখবেন। নীতিগতভাবে এর অনুমতি দেওয়া যায় না, প্রত্যেকটি মামলার পরিস্থিতি বিচারে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একব্যক্তি যদি কারো কাছে চড় খেয়ে এসে অভিযোগ করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি অন্যায় করেছে। এখন চপাটাঘাতকারী ব্যক্তিকে ডেকে উভয়কে বোঝান। আঘাতকারী ব্যক্তি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিবে। উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার পর আলিঙ্গন করিয়ে দিন। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কারো অধিকার চেপে রাখে এবং দীর্ঘ সময় ধরে মনের মধ্যে বিদ্বেষ পালিত হয়ে আসে এবং ঝগড়া ও গাল-মন্দ হয়ে যায়- এখানে যেমন একটি মসজিদে একটি ঘটনা ঘটেছিল। দুটি দল তৈরী হয়েগিয়েছিল। আমি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলাম যে, এই ধরণের বিষয় আমুরে আমা-তে যাওয়া উচিত। - এছাড়া যদি এর থেকে বেশি পুরনো কোন ক্ষোভ থাকে। কেউ কাউকে কটাক্ষ করেছে এবং কাযাতে তাদের বিচার চলছে। তবে তাকে বোঝান যে সে ভুল করেছে। সেখানে তাদের বিচার করুন এবং কাযার সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করুন। প্রকৃত বিষয় হল, আপনারা তাদেরকে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সৌম্যতার শিক্ষা দিবেন এবং সেই অনুসারে বোঝাবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সমীপে জার্মানীর আমীর সাহেব নিবেদন করেন যে, একটি জামাতে এক মুরুব্বী ছিলেন এবং কাজ ভালই হচ্ছিল। আমি মনে করলাম ভাল হবে। এরপর নিয়ম অনুসারে কিছু বদলি করা হল। ফলে একজন নতুন মুরুব্বী যখন সেখানে এলেন আমি অকস্মাৎ অনুভব করলাম যে, সেখানেই আগে থেকেই অনেকগুলি সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন মানুষ নতুন মুরুব্বীর সঙ্গে যোগাযোগ করা আরম্ভ করেছে এবং তাদের সমস্যাবলীও প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে এবং ক্রমশঃ সেগুলির সমাধানও হতে থাকল। কেননা, নতুন মুরুব্বী উদারমনা ছিলেন।

হুযুর বলেন: এমন কিছু মুরুব্বী আছেন যাদের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মত সামর্থ্য ও যোগ্যতা রয়েছে। এবং মানুষ সেই মুরুব্বীর কাছে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিতে এসে থাকেন যে উদারমনা এবং মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করে। পূর্বে আমি একথাই বলেছি যে, মুরুব্বীদের উদারমনা হওয়া দরকার এবং নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দরকার। যখন তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে নিজেদের এই প্রভাব প্রতিষ্ঠিতি করতে সক্ষম হবে তখন মানুষ মুরব্বীদের সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করবে এবং আশা করা যায় তারা নিজেদের সংশোধন করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মুবাল্লিগীনদের এই মিটিং রাত্রি ৮টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মিটিংয়ের শেষে তারা সকলে হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর হুযুর মসজিদের জামাতী রন্ধনশালা পরিদর্শন করেন। সেই সময় রাতের খাবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। হুযুর আনোয়ার রুটির একটি টুকরো নিয়ে মুখে দেন। হুযুর জানতে চান কোথায় তৈরী করা হয়েছে? কর্মীরা উত্তর দেন কিচেনের মধ্যে তন্দুর লাগানো আছে। সেই তন্দুরেই তৈরী করা হয়েছে। হুযুর ডাইনিং হলও ঘুরে দেখেন যেখানে মানুষ খাবার খায়। কিছুক্ষণ পর হুযুর আনোয়ার যিয়াফত বিভাগের দপ্তরেও আসেন।

(১৮ই এপ্রিল: ২০১৭)

প্রোগ্রাম অনুযায়ী আজ নিম্নোক্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার ছিল।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আজ কাল বিশেষকরে জার্মানীতে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি বেড়ে চলেছে এবং সংরক্ষণশীলতার কারণে মানুষে যুলুমও করে থাকে। যেমন- মসজিদে শুকরের মাথা কেটে ফেলে যাওয়া। এসম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? হুযুর উত্তর দেন: ইসলাম সম্পর্কে এই ভীতি দিন-প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এটিই আপনার প্রশ্ন। অর্থাৎ ইসলাম ফোবিয়া। এটি কেবল জামানীতেই নয়, সর্বত্রই হচ্ছে। এই ভীতি ছড়াচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশ বা উন্নত বিশ্বে বা অ-মুসলিম দেশগুলিতে মুষ্টিমেয় উগ্রপন্থী সংগঠনের ইসলামের নামে কৃত অপকর্মের কারণে। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে এবং যা কিছু করে তা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে। কিন্তু একথা সত্য নয়। তারা কেবল ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করছে। এরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে বোঝে নি। এরা কুরআনের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করছে। এই সম্পর্কে মহানবী (সা.) আজ থেকে চোদ্দশত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমনটি হবে। অর্থাৎ মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে। কুরআন নিজের প্রকৃত রূপে থাকা সত্বেও মানুষ তার প্রকৃত অর্থ মেনে চলবে না। সেই সময় মুসলমানদের মধ্যে একজন সংস্কারক আসবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পনুর্জীবিত করবেন এবং তাঁর জামাত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করবে। অতএব যা কিছু হচ্চে তা ভবিতব্য ছিল।

আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.) সুসংবাদ দান করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আগমণকারী সংস্কারক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাবে মসীহ ও মাহদীর উপাধি সহকারে আগমণ করবেন এবং তিনি কেবল মুসলমানদেরকেই নয় বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে এক হাতে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করবেন। এই কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই ব্যক্তি এসে গেছেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন: আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। প্রথমতঃ মানবতাকে তার স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসা যাতে তারা নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে পরস্পর পরস্পরের অধিকার প্রদান করে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পন্থায় জীবন যাপন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই কারণেই তিনি বলেছেন, এই যুগে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, বর্তমান যুগে যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু কোন ধর্ম কোন মুসলিম দেশ বা ইসলামের উপর ধর্মীয় কারণে আক্রমণ করছে না। ভূ-রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধ হচ্ছে না। যা হওয়ার ছিল তাই হচ্ছে। আমরা জার্মানীতেও চেষ্টা করছি ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত-ধারণা সমূহকে দূর করার। হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আমার জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। আমি জানি এটি হওয়া

জরুরী। আর আমি এও জানি যে, আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করে অ-মুসলিম মানুষদের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় সংশয় দূর করতে হবে। ইসলাম উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম নয়। ইসলাম হল ভালবাসা, শান্তি ও সমন্বয়ের ধর্ম।

* এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখন কিসের প্রয়োজন এবং রাজনীতির কি করা উচিত যাতে সম্পর্ক উন্নত হয়। যেমন- এখন কি স্কুলে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়ানো বা বেশি নির্বিঘ্নে মসজিদ নির্মাণ করা দরকার? এর উত্তরে হুযুর বলেন: ইসলাম হল একটি ধর্ম। আপনারা স্কুলে খৃষ্টধর্ম বা কিছু স্কুলে ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে পড়ানো হয়। ভারতে হিন্দুধর্ম ও শিখধর্ম সম্পর্কে পড়ানো হয়। ইসলামী দেশগুলিতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়ানো হয়। আর এখানেও পাশ্চাত্য বিশ্বেও ইসলাম সম্পর্কে পড়ানো হয়। আমি যদি একজন ব্রিটিশ নাগরিক এবং মুসলমান হই, আর অপর জন খৃষ্টান বা ইহুদী বা হিন্দু কিংবা নাস্তিকও হয় তবুও আমরা সকলে এই একই দেশের নাগরিক ও বাসিন্দা। এই দেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে আমাদের অধিকার সমূহ এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত, এ ক্ষেত্রে ধর্মের যেন কোন দখল না থাকে যেভাবে আমি একজন হওয়া সত্বেও এই দেশের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারি। অনুরূপভাবে একজন হিন্দু, খৃষ্টান বা ইহুদীও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব এই বিষয়গুলিতে ধর্মকে জোর করে ঢোকানোর প্রয়োজন কি? ধর্ম ও রাজনীতি দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। দুটির মধ্যে পার্থক্য রাখা উচিত। দেশ, প্রশাসন এবং ধর্মকে পৃথক পৃথক রাখা উচিত।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: স্কুলে ইসলামী শিক্ষা দান করা কি ভাল? হুযুর বলেন: আপনি যদি স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা দান করছেন এবং শিক্ষার্থীরা তা সাগ্রহে গ্রহণ করছে তবে ভাল। আমার মতে প্রাথমিক স্কুলেও আপনি যদি খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে পঠন-পাঠন করান তবে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও পড়ানো উচিত। কিন্তু ইসলামকে যেন কোন সংস্কৃতি হিসেবে তুলে ধরা না হয় বা ইসলামকে কোন রাজনীতির অংশ বলে যেন অপবাদ না দেওয়া। ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী ছাত্রদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে পারেন, কিন্তু কেবল ধর্ম হিসেবে। কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলাম পড়ানো অবাঞ্ছনীয়। অতএব ধর্ম ও রাজনীতিকে আমাদের পৃথক রাখতে হবে। এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আপনি বিশ্বব্যাপি ভ্রমণ করেন এবং আপনার সম্প্রদায়ের মানুষের খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। জার্মানীতে কেমন অবস্থা? হুযুর উত্তর দেন, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে, বিশেষত পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বা উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে, এবং নিজের পছন্দের ধর্ম অবলম্বন করার, প্রচার ও অনুশীলন করার স্বাধীনতা থাকে, যেমন-জার্মানীতে, সেখানে জামাত কল্যাণমণ্ডিত হয়। বিশেষ করে যেখানে প্রশাসন বা দেশের আইন-শৃঙ্খলা ধর্মীয় বিষয়ের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়ের স্বাধীনতা দেয়। যদিও বিভিন্ন স্থানে বিরোধীতাও হয়ে থাকে, এমনকি পূর্ব জার্মানীতে উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যরা বিরোধীতা করে। কিন্তু এখানে সব কিছু ঠিক আছে। এমনিতে উগ্র-জাতীয়তাবাদী দল কেবল জার্মানীতেই প্রসার লাভ করছে না বরং বিশ্বের অন্যান্য অংশেও এদের বাড়বাড়ন্ত রয়েছে।

* একজন সাংবাদিক বলেন: উগ্র-জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত কি? হুযুর বলেন: তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কিছু করতে হবে না। আমরা তো প্রেম, শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করছি। কারোর বিরুদ্ধে যদি কোন পদক্ষেপ নিতে হয় তবে সরকার ও প্রশাসনের কর্তব্য হল এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, এই দেশের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে আহমদীরা যেন সেই সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যা একজন অ-মুসলিম উপভোগ করছে। এটি তো ইসলাম-ভীতি বা উগ্র-জাতীয়তাবাদ। আর এই সমস্যা কেবল মুসলমানদের নয়, বরং 'এক্সট্রীম রাইট' দলের লোকেরা বলে আমরা দেশে কোন বহিরাগতদেরকে স্বীকার করব না, তারা খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, হিন্দু কিম্বা অন্য কোন ধর্মের হোক না কেন। যদিও বর্তমানে 'এন্টি-সেমিটিক' আইনের কারণে ইহুদীদেরকে কেউ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু এখানে জার্মানীতেও মানুষের মনে এমনই কিছু অনুভুতি জন্ম নিচ্ছে। পত্র-পত্রিকাতেও এসব প্রকাশ পাচ্ছে। একথা আপনিও নিজেও জানেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি খোদাকে কি কারণে বিশ্বাস করেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন: আমি খোদার উপর এজন্য ঈমান আনি যে, আমি খোদাকে বিভিন্ন উপায়ে দেখেছি। যেমন-দোয়ার গ্রহণীয়তার মাধ্যমে। আমি বিভিন্ন সময়ে দেখেছি যে, আমি খোদার কাছে দোয়া করেছি, সময় কম ছিল, তাই খোদার কাছে শর্তসহকারে দোয়া করেছি যে, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে ফলাফল দেখতে চাই। আমি খোদার নিকট বিনয় ও উচ্ছসিত আবেগ নিয়ে দোয়া করে দেখেছি যে, আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে এবং ফলপ্রসু হয়েছে। অতএব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যার কারণে আমি খোদাকে বিশ্বাস করি। একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই কারণে ধর্ম যে সমস্ত মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, মানুষ স্বভাবতই সেগুলিকে পছন্দ করে না। যেমন আপনি ব্যাভিচারী কিম্বা পর-পুরুষ বা পরনারীর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। আপনি একজন চোরকে পছন্দ করবেন না। আপনি এমন একজনকে কখনই পছন্দ করবেন যে অপরের অধিকার আত্মসাৎ করে। ধর্মও তো একথাই বলে এবং এটিই খোদার শিক্ষা। এটি আপনার সহজাত প্রবৃত্তি। অতএব কেউ খোদাকে বিশ্বাস করে না এমনটি কিভাবে সম্ভব? অনেক যুক্তি-বিদ্যা আছে যার মাধ্যমে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। আমি নিজেও এবং জামাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দোয়ার গ্রহণীয়তার মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বকে ব্যক্তিগতভাবে পরখ করেছি।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: জার্মানীতে আপনাদের একশটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে জার্মানীর অবস্থা কেমন হবে বলে আপনি আকাঙ্খা পোষণ করেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মানীতে আহমদীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে মসজিদের প্রয়োজন রয়েছে যেখানে একত্রিত হয়ে খোদার ইবাদত করা যাবে এবং অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্যবলী ও মানবসেবামূলক অনুষ্ঠানও করা হবে। এই একশ'টি মসজিদই চুড়ান্ত লক্ষ্য নয়। জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে একশটিরও বেশি মসজিদ বানানো যেতে পারে। যেখানে যেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করব। মসজিদ এমন একটি স্থান যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রত্যেক ধর্মীয় সংগঠনের নিজেদের একটি উপাসনাগারের প্রয়োজন হয়। যেমন-খৃষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনাগার এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের প্রয়োজন হয়। অনুররূপভাবে আমাদের মসজিদের প্রয়োজন হয়। প্রকৃত ইবাদত কিভাবে করা হয়, আমরা কিভাবে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করব এবং আমাদের সঙ্গে বসবাসকারীদের অধিকার সমূহ আমরা কিভাবে প্রদান করব তা আমাদের মসজিদে এলে মানুষ দেখতে পাবে।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আজকে আপনি একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছেন। এর গ্রহণযোগ্যতা কতখানি হবে বলে আপনার ধারণা? হুযুর বলেন: এখানে প্রতিবেশীরা যদি অনুমতি না দেয় তবে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবেন না। আমরা এই অনুমতি পূর্বেই আদায় করেছি। এই কারণে এখন আমরা মসজিদ নির্মাণ করতে যাচ্ছি। এর থেকে বোঝা যায় যে, অন্ততপক্ষে প্রতিবেশীরা আমাদেরকে গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি এদের অধিকাংশ আমাদেরকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল, কেননা আমরা ভীষণ উদার। আমরা সমাজে সমন্বিত ও একীভূত রয়েছি। আমরা দেশের প্রতি ভালবাসায় বিশ্বাসী। এই দেশের নাগরিক হোক কিংবা শরণার্থী হোক - দেশে বসবাসকারী প্রত্যেকের কর্তব্য হল এই দেশের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করা। অতএব আমরা যদি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তবে গ্রহণীয় হব এবং মানুষ আমাদেরকে ভালও বাসবেন। অন্ততঃপক্ষে প্রতিবেশীদের অধিকাংশ আমাদেরকে পছন্দ করেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে চিন্তা করলে বিপদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এর উত্তরে হুযুর বলেন, পরমাণু অস্ত্রের বিপদ অনেক। কেউ বলতে পারে না যে, কোন বিপদ নেই বা কিছু হবে না মনে করে কেউ যেন আশা না করে বসে। বিপদের সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ কোরিয়া গিয়ে বলে এসেছেন যে, আমরা শত্রুর গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। অপরদিকে উত্তর কোরিয়া বলছে, মার্কিনরা যুদ্ধ শুরু করার পূর্বেই আমাদেরকে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা উচিত। এর থেকে বোঝা যায় যে বিপদ রয়েছে। এছাড়াও ইরান, সিরিয়া এবং রাশিয়াও জোট বেঁধেছে। কিছু দিন পূর্বে এরা মনে করছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে, কেননা ট্রাম্প পুতিনের সমর্থক। কিন্তু এখন লক্ষ্য করুন, এমনটি হচ্ছে না। রাতারাতি সব কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। গত মাসে লন্ডনে একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, যা প্রতি বছর করা হয়ে থাকে। সেখানে আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম যে, কোন সময় জোট তৈরী হবে না এমন ধারণা করবেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হলে অনেক সময় এমন হয় যে, একটি দল জোট ত্যাগ করে অন্য জোটে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে এমনটিই ঘটেছিল। রাশিয়া এবং জার্মানী প্রথমে একই জোটে অবস্থান করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হলে নতুন জোট তৈরী হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এখন ছোট ছোট দেশের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে এবং ধ্বংসের পরিমাণ বেশি হবে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: যে মসজিদটি তৈরী হচ্ছে সেটিতে কি সমস্ত ধর্মের মানুষকে বরণ করে নেওয়া হবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের মসজিদে সকল ধর্মের মানুষ স্বাগত। মহম্মদ (সা.)-এর যুগে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) অনুভব করলেন যে, তারা কিছুটা উদ্বিগ্ন রয়েছেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনাদের উদ্বেগের কারণ কি? তারা উত্তর দিল এখন ইবাদতের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইবাদতের জন্য কোন স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সময় তারা মসজিদ নবুবীতে বসে ছিলেন। তিনি (সা.) বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনারা আমাদের মসজিদে উপাসনা

এরপর ষোলোর পাতায়.....

সাতের পাতার পর.....

নেতিবাচক চিন্তাধারার এক উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার সামনে এসেছে। এক ব্যক্তি লিখেছে যে, আজকের বিশ্বে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতা চলছে, অনৈকিত কার্যকলাপ বেলাগাম হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন ধরণ এবং প্রকারের মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজে বিপথগামী হওয়ার মাত্রা মোটের উপর বেড়েই চলেছে। পত্র লেখক বলেন, আমি ভাবলাম যদি বিয়ে করি তবে সন্তান নেব না। বা হয়তো তিনি বিয়ে করেছেন। এটি চরম নৈরাশ্যজনক একটি চিন্তাধারা, যেন শয়তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শয়তানকেই সকল শক্তির আধার জ্ঞান করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে যেন যত চেষ্টা বা দোয়াই আমরা করি না কেন খোদা তা'লার হাতে কোন শক্তিই নেই, যে তিনি সন্তানের তরবীয়ত ও সুশিক্ষার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা ও দোয়ায় বরকত দান করবেন (নাউযুবিল্লাহ্) আর আমাদের সন্তানসন্ততি এবং আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। ভিন্ন বাক্যে আমরা যেন শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গদের যা খুশি তা-ই করার আনুমতি দিই এবং মু'মিন প্রজন্ম যেন ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি খুবই ভয়াবহ এবং নৈরাশ্যজনক এক চিন্তা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের চিন্তাধারা এমনটি হতে পারে না আর হওয়া উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বিপ্লব সাধনের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লা পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, সে বিপ্লবে নিজের ভূমিকা রাখার জন্য আমাদেরকে আমাদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে হবে। আর নিজেদের সন্তান-সন্ততির মাঝে এই প্রেরণা সঞ্চার করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেই চেতনা ও প্রেরণা তাদের মাঝে সঞ্চার করতে হবে। তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, তাদেরকে তরবীয়ত ও সুশিক্ষা দিতে হবে। সমাজের এসব নোংরামি এবং অপবিত্রতা সত্ত্বেও শয়তানকে আমরা সফল হতে দেব না। এ পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

তাই নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই। বরং এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে খোদা বর্ণিত রীতি অনুসারে আমল করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান সন্তান-সন্ততির জন্য পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন। যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

একস্থানে হযরত যাকারিয়া (আ.) কে দোয়া শিখিয়েছেন যে, رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ (সূরা আলে ইমরান: ৩৯) অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার সন্নিধান হতে পবিত্র সন্তান-সন্ততি এবং প্রজন্ম দান কর। নিশ্চয়ই তুমি অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করে থাক। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই এ দোয়া শিখিয়েছেন যে, আমি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী। তাই তুমি বল যে, হে আল্লাহ্! তুমি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী। অতএব আমাদের দোয়া গ্রহণ কর এবং আমাদের পবিত্র সন্তান দান কর।

যদি পবিত্র সন্তান-সন্ততি লাভের বাসনা থাকে তাহলে এজন্য দোয়া করা উচিত। একই সাথে পিতামাতারও এসব পবিত্র চিন্তাধারা এবং সৎকর্মের ধারক ও বাহক হওয়া উচিত। পুণ্যাত্মা এবং নবীদের যে বৈশিষ্ট্য তা সকল পিতামাতার অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় মায়েরা ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং তারা ইবাদতকরী হয়ে থাকেন কিন্তু পুরুষ হয় না। আবার কখনও ঠিক এর উল্টোটি হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ এমন হয়ে থাকে আর মহিলারা নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে না। সন্তানের নেক ও পুণ্যবান হওয়া এবং তাদেরকে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্য সন্তান নেওয়ার পূর্বেই বা সন্তানের জন্মের পূর্বেই পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই পুণ্য বা নেকির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে সন্তানের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এক ব্যক্তি দোয়ার আবেদন করেছেন। কিন্তু সেই দোয়াকে তিনি শর্তসাপেক্ষ করে দিয়েছেন। আর এটিকে তিনি সেই ব্যক্তির নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের সাথে শর্তসাপেক্ষ করেছেন। সেই ব্যক্তি তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করে নি। অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নি, কিন্তু হয়তো তার ভিতর কোন নেকি বা পুণ্য ছিল, যে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার জন্য দোয়া করেছেন। ঘটনাটি মুন্সি আতা মুহাম্মদ পাটোয়ারী সাহেব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি অ-আহমদী ছিলাম, ধর্ম থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলাম। তার এক বন্ধু তাকে আহমদীয়াতের তবলীগ করতেন, কিন্তু কখনো আমি তাতে কর্ণপাত করি নি বা মনোযোগ দিই নি। একদিন এ বিষয়ে অনেক বেশি পিড়াপিড়ি করে বলেন, আমার কথাগুলো শুন আর চিন্তা কর। আমি বললাম, ঠিক আছে– আপনি যদি এ কথার উপর জোর দেন তাহলে আমি একটি দোয়ার কথা আপনাকে বলছি, সেই দোয়া যদি গৃহীত হয় তাহলে আমি চিন্তা করব। আপনারা বলে থাকেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হয় তাই আপনি তাঁকে আমার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করুন। আর দোয়া যে বিষয়ে করতে হবে তা হল, আমার তিন স্ত্রীর মধ্যে কারো গর্ভে কোন সন্তান হয় না, সন্তানের বাসনায় আমি একের পর এক করে তিনটি বিয়ে করেছি। দোয়া করুন আমার যেন পুত্র সন্তান হয় আর পুত্র যেন আমার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়। তিনি বলেন, এ চিঠি তিনি আমার পক্ষ থেকে লিখে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের পক্ষ থেকে উত্তর আসে যে, হুযূর [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] আপনার জন্য দোয়া করেছেন এবং বলেছেন যে, আপনার ঘরে পুত্র-সন্তান হবে, কিন্তু শর্ত হল– আপনাকে যাকারিয়ার মত তওবা করতে হবে। মুন্সি সাহেব বলেন, তখন আমি চরম ধর্মহীন ছিলাম, মদখোর আর ভোগবিলাসী ছিলাম। উৎকোচ গ্রহণ করা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের অংশ ছিল, আমি জানতাম না যাকারিয়ার তওবা কাকে বলে। তাই যাকারিয়ার তওবা কাকে বলে?– এটি জানার জন্য মসজিদে যাই, মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে মসজিদে দেখে হতভম্ব যে, এই মদখোর আর ভোগ-বিলাসী কোথা থেকে এখানে এলো? যাই হোক, আমার প্রশ্নের সে কোন উত্তর দিতে পারে নি। এরপর আমি আরেক গ্রামে মৌলভী ফাতেহ্ দীন নামে এক আহমদীর কাছে গিয়ে এটি জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন, ধর্মহীনতা পরিত্যাগ কর, বৈধ উপায়ে আয়-উপার্জন কর, নিয়মিত নামায পড়, রোযা রাখ এবং বেশি বেশি মসজিদে আস। তিনি বলেন, এটি শুনে আমি এমনই করা আরম্ভ করি। মদ ছেড়ে দিই, ঘুষ খাওয়া বন্ধ করে দেই, নিয়মিত নামায পড়া শুরু করি, রোযা রাখা আরম্ভ করি। এভাবে হয়ত চারপাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছিল। এমন সময় একদিন আমার প্রথম স্ত্রী কান্না করছিল, দাই ডেকে পরীক্ষা করানো হলে সেই দাই যে কথা বলল– তাতে সে সন্তান জন্মানোর প্রতি ইঙ্গিত করছিল। যাই হোক, তার কথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি মির্যা সাহেবকে দিয়ে দোয়া করিয়েছি। এটি সন্তানের লক্ষণ, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিছুদিনের ভিতর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। আমি মানুষকে বলা আরম্ভ করি যে, আমার ঘরে পুত্র সন্তান হবে আর সে সন্তান সুস্থ-সবল এবং সুদর্শনও হবে। সুতরাং পুত্র সন্তান জন্ম নেয় আর এরপর আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করি। আরো অনেকেই এটি শুনে বয়আত করে।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২০-২২১)

আল্লাহ্ তা'লা কারো পরিণাম যদি শুভ করতে চান তবে এমনও হয়ে থাকে যে সন্তানের বাসনা এবং সন্তান জন্ম নেওয়া তাদের সংশোধন এবং পবিত্র পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টিকে তার জীবনের পবিত্র পরিবর্তনের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। যাই হোক, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া যখন আমরা আমাদের সন্তানের জন্য করে থাকি তখন আমাদের নিজেদের মাঝেও পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আরেক ব্যক্তির বিষয় উপস্থাপিত হয়। সে বলে, দোয়া করুন। যদি ছেলে হয় বা সন্তান হয় তাহলে আহমদীয়াত গ্রহণ করব। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেন তার সারকথা হল, আমি মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছি, কোথাও এ দাবি করি নি যে, মানুষের ঘরে সন্তান জন্মানোর জন্য আমি এসেছি। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫)

তার অবস্থা ভিন্ন ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেহেতু নবী ছিলেন তাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সেই পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, এটি এমন একটি শর্ত যা স্খলনের কারণ হতে পারে। কিন্তু এখানে মুন্সি সাহেবের পরিণাম শুভ হওয়ার ছিল। হয়তো তার ভিতর পুণ্যও ছিল, যে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে সংবাদ পেয়ে তাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন। এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সব কিছু সব বিষয়ের সাথে শর্তসাপেক্ষ করা যায় না। আহমদী হওয়ার বিষয়টিকে দোয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। আমাকেও অনেকে লিখে যে, এটি হলে আমি আহমদী হব। শর্ত আরোপ করে আহমদী হওয়াকে ধর্ম গ্রহণ করার বলা চলে না। বরং এটি তো আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের শর্ত মানতে বাধ্য করার নামান্তর। আর খোদা কোন শর্তসাপেক্ষে কারো হেদায়াতের ব্যবস্থা করেন না। আমাদের নিজেদেরকেই হেদায়াত অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত , আল্লাহ্ তা'লা কোনও হেদায়াতের মুখাপেক্ষী নন। যাই হোক, আমি যেভাবে বলেছি, সন্তান-সন্ততি জন্ম নেওয়ার জন্য দোয়া করার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের মাঝেও পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে।

পবিত্র কুরআনে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বরাতে এ দোয়ার উল্লেখও রয়েছে (বিশেষ করে নবীদের ক্ষেত্রে) যে- رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ (সূরা আল আম্বিয়া: ৯০) অর্থাৎ– হে আমার প্রভু! আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ

করো না। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। এ দোয়াতেও আল্লাহ্ তা'লাকে যেখানে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, শুধু সন্তানের জন্মের জন্য এমন বাসনা নিয়ে দোয়া করা উচিত নয়, যে জাগতিক বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হবে। বরং আল্লাহ্ তা'লা যেন এমন উত্তরাধিকারী দান করেন, যে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেবে। আর এটি স্পষ্ট যে, এমন দোয়া তারাই করতে পারে যারা নিজেরাও ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে অভ্যস্থ। মানুষ যদি বস্তুবাদিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে তাহলে পুণ্যবান সন্তানের জন্য কিভাবে দোয়া করতে পারে? কোন মহিলা যদি কেবল সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই সন্তানের বাসনা করে অথবা অনেক সময় এ কারণে সন্তানের বাসনা করে যে, স্বামী সন্তান চায় তবে এমন সন্তান অনেক সময় পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। সন্তানের বাসনা একান্ত বৈধ বাসনা কিন্তু একই সাথে নেক ও পুণ্যবান উত্তরাধিকারী জন্ম নেওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কেবল উত্তরাধিকারীর চাহিদা পুরণের আকাঙ্খা নিয়েই সন্তানের বাসনা করো না বরং নেক, পুণ্যবান এবং ধর্মের সেবক উত্তরাধিকারী লাভের বাসনা কর। অন্যথায় সন্তানও পরীক্ষার কারণ হতে পারে। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সন্তান সংক্রান্ত পরীক্ষা অনেক বড় পরীক্ষা, সন্তান যদি নেক ও পুণ্যবান হয় তাহলে কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন- وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (সূরা আল আ'রাফ : ১৯৭) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পুণ্যবান ও সৎকর্মপরায়ণদের ওলী এবং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। সন্তান-সন্ততি যদি দুর্ভাগা হয় তাহলে তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ রুপিয়া রেখে গেলেও তারা তা অপকর্মের পিছনে উড়িয়ে সর্বস্বান্ত হবে। এবং সমস্যা ও বিপদাপদে জর্জরিত হবে। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছা ও মতামতের অধিনস্থ করে সে সন্তানদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয়ে যায়। (খোদার অভিপ্রায় কী? তা হল– ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দাও। যদি এমনটি হয় তাহলে মানুষ সন্তানদের পক্ষ থেকে স্বস্তিতে থাকে। কেননা, এমন মানুষ সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়াও করে আর চেষ্টাও করে।) তিনি (আ.) বলেন, আর সে একই পদ্ধতিতে তার ভিতর নেকি ও পুণ্য সৃষ্টির জন্য দোয়া এবং চেষ্টা করে- এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার তত্ত্বাবধান করবেন। আর যদি সে পাপাচারী হয় তাহলে সে জাহান্নামে যাক, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা উচিত নয়।"

আরেক জায়গায় তিনি এই সন্তান সংক্রান্ত বিষয়েই উপদেশ দিতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেন, নিজে নেক ও পুণ্যবান হও এবং সন্তান-সন্ততির জন্য পুণ্য ও তাকওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, তাকে ধার্মিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা ও দোয়া কর। তাদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে যত চেষ্টা কর ততটাই চেষ্টা এ ক্ষেত্রে কর।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৯)

সন্তানকে ধর্ম শেখানো এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ততটা সচেতন ও যত্নবান থাকা বাঞ্ছনীয় যতটা জাগতিক বিষয়াদিতে চেষ্টা থেকে থাকে। জাগতিক বিষয়ে চেষ্টা বেশি থাকে আর ধর্মের প্রতি মনোযোগ থাকে খুবই কম। এ করণেই অনেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং সমস্যায় পড়ে।

তিনি আরো বলেন, মানুষ সন্তানের বাসনা করেন, কিন্তু দেখা যায় যে, সম্পদশালী মানুষকে একথা বলতে শোনা যায় যে, এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য যদি কোন সন্তান হতো! অর্থাৎ, সম্পত্তি যেন অন্যের হাতে না চলে যায়, শুধুমাত্র এ জন্য সন্তানের বাসনা করা হয়। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের মৃত্যুর পর শরীকরাই-বা কে আর সন্তানরাই-বা কে, সবাই পর হয়ে যায়। তিনি পুনরায় বলেন, সন্তানের বাসনা যদি রাখতে হয় তাহলে তা এই মানসে রাখা উচিত যে, সে ধর্মের সেবক হবে। (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০)

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আমাদেরকে এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (সূরা আল আহকাফ: ১৬) অর্থাৎ, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিরও সংশোধন কর, নিশ্চয় আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, নিশ্চয় আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে সন্তানের সংশোধনের জন্য দোয়া করা হয়েছে। একই সাথে এই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং অনুগতদের অন্তর্গত।

সন্তানের জন্য যখন দোয়া করা হয় তখন খোদার বিধি-নিষেধ বা শিক্ষা মেনে চলা আর খোদার পূর্ণ আনুগত্য, তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পন আবশ্যক- তবেই দোয়া গৃহীত হয়। অতএব, সন্তানের সংশোধন এবং তাদের তরবীয়ত ও সুশিক্ষার জন্য পিতামাতার উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। আর সন্তানের মঙ্গলের জন্য তারা যেন স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে থাকে এবং নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মানুষের নিজের ব্যবহারিক আচার-আচরণ যদি সেই শিক্ষার পরিপন্থী হয়, যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন বা পিতামাতা তাদের সন্তানকে যে উপদেশ দেয়, তাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে সংশোধনের দোয়ার 'নিয়তে' সদিচ্ছা ও সংকল্পও আর থাকে না। যদি আমল এমন হয় তাহলে এই অভিযোগ করা অনুচিত যে, আমরা সন্তানদের জন্য অনেক দোয়া করেছি, তারপরও সন্তান বিপথগামী হয়ে গেছে বা আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে একটি উৎকর্ষপূর্ণ দোয়া শিখিয়েছেন। অর্থাৎ যারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে চায় এবং নিরপাদ থাকে আর যারা রমহান খোদার বান্দা হতে চায়, তাদের বিশেষ কিছু বিশেষত্বের মাঝে একটি হল, তারা এই দোয়া করে যে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (সূরা আল ফুরকান: ৭৫) অর্থাৎ– হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আমাদের জীবন সাথী এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে নয়নের স্নিগ্ধতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দাও। সন্তান-সন্ততি এবং জীবন সাথির জন্য এ দোয়া পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই করা উচিত। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই যদি নেক এবং পুণ্যবান সন্তানের বাসনা রাখে আর দোয়াও করে তাহলে সন্তান জন্ম নিতেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পিতামাতা বা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্ব-স্ব গণ্ডিতে নিগরান এবং তত্ত্বাবধায়ক বা ইমাম আর এই দায়িত্ব তখন সত্যিকার অর্থে সম্পাদন হবে যখন তারা নিজেরাও তাকওয়ার পথে বিচরণকারী হয়ে হবে এবং সন্তানসন্ততির জন্য দোয়ায় অভ্যস্ত হয় আর নিজেদের কর্মের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখবে।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন, বিয়ের আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। যে দিকে কুরআনের সূরা ফুরকানে ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হল, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (সূরা আল ফুরকান: ৭৫) অর্থাৎ, যারা মু'মিন তারা এই দোয়া করে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে হৃদয়ের প্রশান্তি দাও, আমাদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি যেন পুণ্যবান হয় আর আমরা যেন পুণ্যবানদের উত্তরসূরি হতে পারি। "

(আরইয়া ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩)

এখানে পিতামাতাকে এই দোয়ার সাথে পুণ্য কর্মের কথা শিখিয়েছেন যে, আমরা যেন তাদের ইমাম হই বা উত্তরসূরি হই। অতএব, কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বারংবার সব দোয়ার সাথে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং নসীহত করেন যে, যদি পুণ্যবান সন্তানের বাসনা রাখ তবে নিজেদের কর্মের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখ।

পুনরায় সন্তানের বাসনা মানুষ কেন পোষণ করে বা সন্তানের বাসনা কেন রাখা উচিত আর মানব জন্মের যে উদ্দেশ্য আছে তাও সন্তানের বাসনা পোষণ করার সময় সেটিকেও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে বা সন্তানের জন্মের সময়ও রাখা উচিত। নিজের কর্মের উপরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি থাকা চায়, নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি থাকা চায়, যেন সন্তান নেক ও পুণ্যবান হয়। শুধু ধন-সম্পদ এবং সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার উদ্দেশ্যে সন্তানের বাসনা পোষণ করা উচিত নয়। এ দোয়া কিভাবে করা উচিত, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের ভাবা উচিত যে, সন্তানের বাসনা সে কেন রাখে? কেননা, এটিকে শুধু সহজাত বা প্রকৃতিগত বাসনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। যেভাবে মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসা লেগে থাকে কিন্তু এটি যখন এক বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার নিবারণের চিন্তা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে তিনি নিজেই বলেছেন- خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয যারিয়াত: ৫৬) যদি মানুষ নিজেই মু'মিন না হয় আর খোদার প্রকৃত অর্থে দাসত্ব না করে, জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে যদি বাস্তবায়ন না করে আর ইবাদতের পুরো দায়িত্ব যদি পালন না করে বরং পাপাচার এবং কদাচারে যদি জীবন কাটিয়ে দেয় আর একের পর এক পাপ করে বেড়ায় তাহলে এমন মানুষের সন্তানের বাসনার কী ফলাফল প্রকাশ পাবে? তা কেবল এটিই যে, সে পাপের জন্য নিজের এক উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চায়। সে নিজে কোন্ ঘাটতি রেখেছে যে, আবার সন্তানের বাসনা রাখে? সন্তান যেন ধর্মপরায়ণ, মুত্তাকী এবং খোদার অনুগত হয়ে তাঁর ধর্মের সেবক হয়–শুধু এ উদ্দেশ্য নিয়ে সন্তানের বাসনা না করা পর্যন্ত তা হবে সম্পূর্ণরূপে বৃথাকর্ম বরং এক ধরণের পাপ। আর এর নাম পুণ্যবান উত্তরাধিকারী হওয়ার পরিবর্তে পাপাচারী উত্তরাধিকারী রাখাই বৈধ হবে। সে নিজের পিছনে নেক উত্তরাধিকারী রেখে যাবে না বরং পাপাচারী

উত্তরাধিকারী রেখে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এই কথা বলে যে, আমি পুণ্যবান, মুত্তাকী এবং ধর্মের সেবক সন্তান-সন্ততির বাসনা রাখি (তবে সেটি খুব ভালো বাসনা) কিন্তু এটি নিছক দাবি হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ব্যবহারিক সংশোধন না করবে। পুণ্যবান সন্তানের আকাঙ্খা করে কিন্তু নিজের কর্ম এর বিপরীত হয়ে থাকে। অনেকেই আসে এবং বলে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন নেক এবং পুণ্যবান সন্তান দান করেন কিন্তু নামায সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করলে বলে, পুরো নামায পড়ার চেষ্টা করি। যারা ফরয নামাযই পড়ে না তাদের পুণ্যের অবস্থাই বা কী হবে? যদি নিজেই পাপাচার এবং কদাচারের মাঝে জীবন কাটায় আর মৌখিকভাবে বলে যে, আমি নেক এবং পুণ্যবান সন্তানের বাসনা রাখি, তাহলে তার এ দাবির ক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী। পুণ্যবান এবং মুত্তাকী সন্তানের বাসনা পোষণের পূর্বে আত্মসংশোধন আবশ্যক এবং নিজের জীবনকে মুত্তাকীর জীবন প্রতীম করে তুললে তার এমন বাসনা ফলপ্রদ হবে আর এমন সন্তান সত্যিকার অর্থে 'বাকিয়াতুস সালিহাত' বা নেক উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে কিন্তু এ বাসনা যদি শুধু এ উদ্দেশ্যে হয় যে, সে আমাদের নামকে স্থায়ী রাখবে, আমাদের সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে বা সে অনেক খ্যাতিলাভ করবে- তবে এমন সন্তানের বাসনা করা আমার মতে শিরক।"

এই সম্পর্কে আরও তিনি আরও বলেন- " আরও একটি বাস্তব হল এই যে, সন্তানের বাসনা মাত্র প্রবল হয়ে থাকে, সন্তান হয়ও। কিন্তু কখনও এমনটি দেখা গেল না যে, তারা সন্তানের মাঝে উন্নত স্বভাব চরিত্র গড়ে তোলার বা তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত করার চেষ্টা করছে। কখনও দোয়াও করে না, তাদের তরবীয়ত এবং সুশিক্ষা তাদের দৃষ্টিতে থাকে না। দোয়ার প্রতি মনোযোগ খুবই কম থাকে। তরবীয়ত এবং সুশিক্ষার প্রতি যে, মনোযোগ থাকা উচিত তাও নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলছেন যে, আমার নিজের অবস্থা দেখুন, আমার অবস্থা হল আমার এমন কোন নামায নেই যে নামাযে আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর জন্য দোয়া করি না। অনেক পিতা-মাতা এমন আছে যারা নিজেদের সন্তানদেরকে কু-অভ্যাস শেখায়। প্রথম দিকে যখন তারা মন্দ কাজ করা শেখে তখন তাদেরকে সতর্ক করে না। ফলাফল স্বরূপ তারা প্রতিদিন ধৃষ্ট হয়ে উঠে। প্রথম দিকে যদি স্নেহের সাথে বাধা না দেয় বা বুঝানো না হয়, তাহলে পাপ এবং মন্দ অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আরেক জায়গায় মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন যে, মানুষ সন্তানের বাসনা এ জন্য করে না যে, তারা ধর্মের সেবক হবে বরং এ জন্য করে যে, তারা পৃথিবীতে তাদের উত্তরাধিকারী হবে আর সন্তান যখন জন্ম নেয় তার তরবীয়ত এবং সুশিক্ষার ব্যাপারে ভাবা হয় না, চিন্তা করা হয় না, তাদের বিশ্বাসের সংশোধন করা হয় না। ধর্ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সময় পাই নি, জাগতিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত, তাই নিজেও মনোযোগ দিই নি, ধর্ম শেখানোর ব্যাপারে আর কোন ব্যবস্থাও করে নি- এমন সব অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। তারা নিজেরাও শেখে নি আবার সন্তানদের জন্যও কোনও ব্যবস্থা করে নি। ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় শিক্ষা শেখানো আবশ্যক। চারিত্রিক অবস্থারও সংশোধন করা হয় না। চারিত্রিক মান এখানে ভিন্ন। কিন্তু কুরআনে এবং ধর্মে আল্লাহ্ তা'লা যে, চারিত্রিক মান শিখিয়েছেন তা অনেক উন্নত। শুধু জাগতিক নৈতিক এবং চারিত্রিক মান নয় বরং সেই নৈতিক এবং চারিত্রিক মান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত যা আল্লাহ্ শিখিয়েছেন, যা ইসলাম শিক্ষা দেয়।, যা মহানবী (সা.) নিজে ব্যবহারিক আদর্শের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। সেই চারিত্রিক বা নৈতিক মানই আমাদের সন্তানদের মাঝে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই মানে উপনীত হতে হবে। আর এটি সেই নৈতিক মান যার উপর আমরা নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করব।

তিনি (আ.) বলেন- তার ঈমান সঠিক নয় যে সবচেয়ে কাছের জনকে চিনে না বা বুঝে না। যার এই চেতনা নেই তার কাছে অন্য পুণ্যের কী আসা করা যায়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে সন্তানের বাসনার বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (আল-ফুরকান: ৭৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে নয়নের স্নিগ্ধতা দান কর। এটি তখনই সম্ভব যদি তারা পাপাচার এবং কদাচারের মাঝে জীবন না কাটায় বরং রহমান খোদার বান্দাদের মত জীবন অতিবাহিত করে আর আল্লাহ্ তা'লাকে যদি তারা সব কিছুর উপর প্রধান্য দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সন্তান যদি নেক এবং মুত্তাকী হয় তাহলে এরা তাদের ইমাম বা উত্তরসূরি হবে। অর্থাৎ নিজের মুত্তাকী হওয়ার জন্য দোয়া করা হয়েছে এখানে। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭০-৩৭৩) অর্থাৎ নিজের জন্য দোয়া যে, আল্লাহ্ আমাকে যেন মুত্তাকী এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং এটি সন্তানের মুত্তাকী হওয়ার জন্য দোয়াও বটে।

সন্তানের লালন-পালন وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -এর দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই সন্তান-সন্ততি যেন ধর্মের সেবক হয়। ক'জন এমন আছে যারা সন্তানের জন্য এই দোয়া করে যে, তারা যেন ধর্মযোদ্ধা হয়? খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই এমন আছেন যারা এমন দোয়া করে থাকেন। এদের অধিকাংশ এমন যারা এতটাই উদাসীন যে সন্তানদের জন্য এমন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যটুকু সম্পর্কেও অবগত নয় এবং এদের অধিকাংশ উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা করে, অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই। তাদের শুধু এই বাসনাই থাকে যে, কোন শরিক বা অংশীদার যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হয়ে যায়। কিন্তু স্মরণ রেখ, এভাবে ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এক কথায় সন্তানের বাসনা শুধু এই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যে, তারা ধর্মের সেবক হবে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮১-২-৩৮২)

বিশেষ করে ওয়াকেফিনে নওদের পিতামাতার এ দিকে অনেক বেশি দৃষ্টি থাকা উচিত।

সন্তানের দৃষ্টি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা উচিত। তিনি বলেন, আমি দেখি, মানুষ যা কিছু করে সম্পূর্ণভাবে জাগতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে করে। জগৎ প্রেম তাদেরকে এমনটি করায়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করে না। সন্তানের বাসনা রাখলে এই উদ্দেশ্যে রাখা উচিত যে, وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا অর্থাৎ এমন কোন সন্তানের জন্ম হোক যে খোদার নামকে, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার কারণ হবে। যদি এমনটি হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা জাকারিয়ার মত সন্তান দান করার শক্তি রাখেন। কিন্তু আমি দেখি যে, মানুষের দৃষ্টি কেবল এর মাঝে সীমাবদ্ধ যে, আমাদের বাগান আছে বা অন্য কোন সহায়-সম্পত্তি আছে, এর উত্তরাধিকারী হবে। পাছে কোন অংশীদার তাতে ভাগ বসায়। কিন্তু সে এতটা ভাবে না যে, হে দুর্ভাগা! তুই যখন মারা যাবি, তোর জন্য শত্রু-বন্ধু, আপন-পর সবাই সমান। আমি অনেক এমন মানুষ দেখিছি আর এটি বলতে শুনেছি যে, দোয়া কর যেন সন্তান হয়, যে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কোথাও এমন না হয় যে, মৃত্যুর পর কোন অংশীদার তা কুক্ষিগত করে বসে। সন্তান হোক, সে বদমাশই হোক না কেন।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৫২)

সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এটি প্রাত্যাহিক ঘটনার মতই। আর এ কারণেই বিশেষ করে এ স্বপ্ন লালন করা হয় যেন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। আর ছেলেরা নিজেদের বোনদেরকে বা পিতা-মাতা এবং মেয়েদেরকে সম্পত্তির অংশ দেয় না এবং ছেলেদেরকে পুরো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে, যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী । আর ছেলেরাও সেই সম্পদ তখন নষ্ট করে। এগুলো আমরা পৃথিবীতে দেখি আর এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগেও দেখা যায়।

যাহোক, আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, বিশেষ করে ওয়াকেফিনে নও ছেলে-মেয়ের পিতা-মাতার সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর এই উদ্দেশ্যে দোয়াও করা উচিত যে, তারা যেন বড় হয়ে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়, জীবন উৎসর্গ করে। ওয়াকফে নও-এর টাইটেল ধারণ করে বড়ে হয়ে বলে দিলাম যে, আমরা নিজেদের কাজ করছি- এমনটি মোটেই কাম্য নয়। বরং তোমরা ওয়াকফে নও, প্রথমে জামা'তকে জিজ্ঞেস করা উচিত, জামা'তের প্রয়োজন আছে কী না। জামা'ত যদি তাদেরকে নিজের কাজ বা নিজের কাজকর্মের অনুমতি দেয় তাহলে করা উচিত। নতুবা নিজেদের এবং পিতামাতার অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, বিশুদ্ধচিত্তে নিজেদের উৎসর্গ করা উচিত।

অতএব, সন্তান-সন্ততির বাসনা এবং দোয়ায় এই চিন্তা-চেতনা এই ভিত্তিতে হওয়া উচিত যে, এমন সন্তানের যেন জন্ম হয় যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। যারা আমাদের অর্থাৎ পিতা-মাতার এবং বংশের সম্মান বজায় রাখবে, নিজের পিতামহ এবং প্রবীণদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবে। অনেক এমন পরিবার আছে যাদের পিতা, পিতামহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের কেবল সন্তান হওয়াই যথেষ্ট নয়। অনেকেই বড় গর্বের সাথে বলে, ভাল কথা এই গর্ব করা কিন্তু এই গর্ব করা শোভা পায় যদি নেকী এবং পুণ্য থাকে। শুধু সন্তান বা উত্তরসূরি হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং পিতা-মাতার আরেকটি দায়িত্ব হল সন্তানের জন্য দোয়া করা। তারা যেন পিতা-পিতামহের পুণ্য ধরে রাখতে পারে। যদি পিতা-মাতা এই দোয়া করেন তাহলে তাদের নিজেদের উপরও এই দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহের নামকে তখনই জীবিত রাখতে পারি যদি আমরা আমাদের ব্যবহারীক জীবনের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখি। তাই এই আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে সবাইকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সন্তানদের নেক স্বভাব, নেক প্রকৃতি এবং পুণ্যবান হওয়ার জন্য দোয়া করে যাওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তারাই লাভ করে যারা সব সময় পুণ্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। এক জায়গায় স্থির-স্থবির হয়ে যায় না তারা। এমন মানুষেররই পরিণাম শুভ হয়। আর শুভ পরিনতির জন্য নিজের জন্য এবং স্ত্রী সন্তানের জন্য সব

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 10-17 Aug, 2017 Issue No. 32-33

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সময় দোয়ায় রত থাকা উচিত। তিনি (আ.) আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, সেই কাজ কর যা সন্তানের জন্যও উত্তম আদর্শ এবং শিক্ষনীয় বিষয় হবে। এটি হল আমাদের জন্য তাঁর নসীহত। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে প্রথমে আত্ম সংশোধন কর, যদি তোমরা উন্নত পর্যায়ের মুত্তাকি এবং পরহেজগার হয়ে যাও আর আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট কর তাহলে বিশ্বাস করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সন্তান-সন্ততির কল্যাণ করবেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, কুরআন শরীফে খিজর এবং মূসা (আ.)-এর কাহিনী সংরক্ষিত আছে। তাঁরা উভয়ে সম্মিলিতভাবে একটি দেওয়াল দাঁড় করিয়েছেন যা কিছু এতিম শিশুর ছিল আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, 'ওয়া কানা আবুহুমা সালিহা' তাদের পিতা পুণ্যবান ছিল। এই কথা বলা হয় নি যে, সেই শিশু বা সেই সন্তান কেমন ছিল বরং পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ লক্ষ্য অর্জন করা সন্তানের জন্য, সন্তানের পক্ষে সব সময় পুণ্যের বাসনা রাখ।" (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০) নিজে পুণ্যবান হও, নেক হও, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সন্তানের পুণ্যের এবং কল্যাণের, তাদের মঙ্গলের, তাদের জীবিকার উত্তম বিধান এবং ব্যবস্থা করবেন।

এটি সেই মৌলিক নীতি, যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি কুরআনী শিক্ষারই ব্যাখ্যা যে, পিতা-মাতার নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তই সন্তান-সন্ততির চারিত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমাদের সবাই যেন সন্তান-সন্ততিদের জন্য উত্তম আদর্শ হই, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে পারি। অন্যের উপর দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে যেন আমরা নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিই। অনেকের অভ্যাস থাকে যে, অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, সে কেমন, কি কাজ করছে। আমরা যেন নিজেদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিতে অভ্যস্ত হই। তবেই আমরা ভবিষ্যতের জন্য নেক প্রজন্ম রেখে যেতে পারব। আমি যেন তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, সন্তানের জন্য যেন আমরা স্থায়ীভাবে দোয়ায় অভ্যস্ত হই। খোদা তা'লা যেন আমাদের প্রজন্মকে, সন্তান-সন্ততিকে নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ করেন আর এই ধারা যেন বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে।

বারোর পাতার পর.....

করুন। অতএব মসজিদ প্রত্যেক একেশ্বরবাদী উপাসকের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: মহিলাদেরকে নামাযের নেতৃত্বভার (ইমামত) দেওয়া সম্পর্কে আপনার মতামত কি? ইসলামে মহিলাদেরকে বিশেষ দিনগুলিতে অব্যহতি দান করা হয়েছে। যেমন মাসিক ঋতুচক্রের সময় বা শিশু জন্মাবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মহিলাদেরকে নামায থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা গর্ভধারণকালে রোযা রাখতে পারে না। তাই এমন পরিস্থিতিতে কোন মহিলাকে যদি ইমাম নিযুক্ত করে দেওয়া হয় তবে সে চল্লিশ দিন কোন ইমাম থাকবে না। এছাড়াও প্রত্যেক মাসে সাত, আট বা ছয় দিনের জন্য কোন ইমাম থাকবে না। এটি একটি যুক্তির কথা, অন্যথায় ইসলাম ডিভিশন অফ লেবারের শিক্ষা দেয়। ডিভিশন অফ লেবার হল পুরুষদেরকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মহিলাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম নারীদের অবমাননা করেছে বরং নারীদের অনেক সম্মান দিয়েছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছেন জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে। এর অর্থ হল মা সন্তানের যত্ন নেয়, তার মঙ্গলের জন্য তাকে সুশিক্ষা দান করে যাতে সে একজন উন্নত নাগরিক হয় এবং দেশ ও সমাজের সম্পদ হয়ে ওঠে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যও তালাক ও খোলার অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য নীতি অবলম্বন করেছে। কেননা, পুরুষ ও মহিলার প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের শক্তি-বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। এই কারণে মহিলাদের অধিকাংশ যুদ্ধে ক্ষেত্রে যায় না। তারা যুদ্ধে অপটু। তারা কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে। এই কারণে ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, যুদ্ধ হলে তাতে যেন কেবল পুরুষরা অংশ গ্রহণ করে। ইসলাম এও বলে যে যদি সেই যুদ্ধে একজন পুরুষও মারা যায় তবে সে শহীদের মর্যাদা পায়। এক মহিলা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে আসেন। সাহাবাগণ তাঁর কাছে বসে ছিলেন। সেই মহিলা বলল- হে আল্লাহ্‌র রসূল! অনেক বিষয় আছে যাতে কেবল পুরুষরা অংশ নেয় আমরা মহিলারা তাতে অংশ নিতে পারি না। তারা শহীদের মর্যাদা পেতে পারে। এটি সব থেকে বড় সম্মান। আমরা কিভাবে সেই সম্মান লাভ করতে পারি। আমরা সন্তানদের যত্ন নিই, পরিবারের সেবা করি, সন্তানদের লালন-পালন করি, স্বামীদের অনুপস্থিতিতে পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যবলী পালন করি। তবে কি আমরাও সেই মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করতে পারি? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, নিশ্চয়, আপনারাও সেই একই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন। তিনি (সা.) বললেন, যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় শাহাদত বরণ করে তবে সে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদা আপনার ঘরে সন্তানদের লালন-পালনের মাধ্যমে লাভ করবেন। কেননা, তোমরা সন্তানদেরকে জাতির জন্য এক সম্পদ হিসেবে তৈরী করছ। ইমামত বা নেতৃত্ব করা কেবল একটিই বিষয়। আর ইমামত সব থেকে বড় সম্মান বা মর্যাদা নয়। ইসলাম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের দিয়েছে। যেমন- শাহাদত এবং মুত্তাকী হওয়া। মুত্তাকী হওয়া সব থেকে বড় সম্মান, ইমামত নয়। ইমামাত বা নেতৃত্ব অনেক কঠিন কাজ। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির ইমামত করার সময় (নামাযে নেতৃত্ব দেয়) তার মনে যদি কু-চিন্তা আসে তবে তার জন্য গুনাহ বলে ধরা হবে এবং সমস্ত পেছনের সমস্ত নামাযীদের গুনাহর বোঝা তার উপর চাপানো হবে। অতএব এটি কোন গৌণ বিষয় নিয়। কেউ কারো গুনাহ্‌র বোঝা উঠানোর প্রস্তুত হয় না। আমরা কেউই একে অপরের বোঝা মাথায় নিতে প্রস্তুত হব না।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: অনেক সময় মসজিদকে উগ্রবাদী এবং সন্ত্রাসীদের ভর্তির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই কারণেই ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশের সংবাদ মাধ্যমকে আমি বলে থাকি যে, কোথাও কোন অনুচিত কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে আইন প্রণয়ন করে তা বলবৎ করা এবং তাদের সংশোধন করা সরকার এবং প্রশাসনের কর্তব্য। তাই মসজিদে যদি কিশোরদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলতে থাকে এবং উগ্রবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তবে সরকারের কর্তব্য হল তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা। বরং আমি নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আমাদের খুতবার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি সব সময় বলি আপনারা আমাদের মসজিদে আসুন এবং আমাদের খুতবার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। জুমার দিন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানেও আপনারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন যাতে আপনারা উপলব্ধি করেন যে, আমরা দেশের আইন অনুসারে নিজেদের অনুষ্ঠান করে থাকি আর আমরা কেবল ধর্মের শিক্ষাই দিচ্ছি কি না। আমরা যদি দেশের আইনের বিরুদ্ধে কিছু করে থাকি এবং সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছি তবে আমরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং শাস্তি পাওয়া উচিত।

মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ ঈদ মিলন পার্টি

গত ২২ শে জুলাই, ২০১৭ তারিখে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহাকুমায় ঈদ মিলন পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াওসাধারণ মানুষকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জনাব মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, দক্ষিণ ভারত। বিকেল ৩ ঘটিকায় মাননীয় গোলাম মোস্তাফা সাহেব, জেলা আমীর মুর্শিদাবাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াত ও নযমের পর মাননীয় আতাউর রহমান সাহেব, নায়েব আমের মুর্শিদাবাদ জেলা, বর্তমানকালে এই ধরণের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বিশ্ব-শান্তির ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার অনবদ্য সেবামূলক ও গঠনমূলক কার্যকলাপের বিবরণ পেশ করেন। এরপর আনন্দ মার্গ সাহেব আশ্রম থেকে আমন্ত্রিত অতিথি মাননীয় সারলাল সাহেব নিজের বক্তব্যে জামাতে আহমদীয়ার এই ধরণের কাজকর্মের জন্য সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন জামাত অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলির সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এরপর একজন হিন্দু স্কলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এরপর মাননীয় আবু তাহের মন্ডল সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ মুর্শিদাবাদ জেলা, নিজের বক্তব্যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিশেষে বিশেষ অতিথি মহোদয় বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান উপদেশ দেন। এই অধিবেশনে প্রায় ১২০ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাদের জলাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা এই অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম ফল প্রকাশ করুন। আমীন। (সংবাদদাতা:জাহিরুল হাসান, নায়েব মুবাল্লিগ ইনচার্জ,সাঁকোঘাট অঞ্চল)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir